Bulbul

KAZI NAZRUL ISLAM

(1928)

সূচীপত্র

বিষয়

১। বাগিচায় বুলবুলি তুই
২। আমারে চোখ-ইশারায়
৩। বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
৪। ভুলি কেমনে আজো যে মনে
৫। কেন কাঁদে পরান কী বেদনায়
৬। মৃদুল বায়ে বকুল-ছায়ে
৭। কে বিদেশী মন-উদাসী
৮। করুণ কেন অরুণ আঁখি
৯। এত জল ও-কাজল চোখে
১০। আসে বসন্ত ফুলবনে
১১। দুরন্ত বায়ু পূরবইয়াঁ
১২। চেয়ে না সুনয়না আর চেয়ো না
১৩। পরান-প্রিয়! কেন এলে অবেলায়
১৪। সখি জাগো, রজনী পোহায়
১৫। নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া
১৬। এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো
১৭। বসিয়া নদীকূলে এলোচুলে
১৮। কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো
১৯। সখি, ব'লো বঁধুয়ারে নিরজনে
২০। নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি-জল
২১। এ আঁখি-জল মোছ পিয়া
২২। কি হবে জানিয়া বল কেন জল নয়নে
২৩। পরদেশী বঁধুয়া, এলে কি এতদিনে
২৪। কেন উচাটন মন পরান এমন করে
২৫। আসিলে এ ভাঙা ঘরে কে মোর রাঙা
২৬। আজি দোল-পূর্ণিমাতে দুলবি তোরা আয়
২৭। রুমুঝুমু রুমুঝুম কে এলে নূপুর পায়
২৮। আজি এ কুসুম-হার সহি কেমনে
২৯। গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু
৩০। হাজার তারার হার হয়ে গো দুলি
৩১। অধীর অম্বরে গুরু গরজন
৩২। ঝরে ঝরঝর কোন্ গভীর গোপন ধারা
৩৩। হৃদয় যত নিষেধ হানে
৩৪। অকাল মিলন-মালা আমি তবে যাই
৩৫। মরণ-পারের ওগো প্রিয়
৩৬। গহীন রাতে ঘুম কে এলে ভাঙাতে
৩৭। কোন্ শরতে পূর্ণিমা-চাঁদ
৩৮। জাগিলে 'পারুল' কি গো
৩৯। চরণ ফেলি গো মরণ-ছন্দে
৪০। নমো হে নমো যন্ত্রপতি
৪১। পূরবের তরুণ অরুণ
৪২। কে শিব-সুন্দর শশ-চাঁদ-চূড়
৪৩। কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে
৪৪। কেন আন ফুল-ডোর
৪৫। কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া
৪৬। কেন আসিলে যদি যাবে চলি'
৪৭। সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি'
৪৮। মুসাফির! মোছ এ আঁখি-জল
৪৯। এ নহে বিলাস বন্ধু
৫০। বুলবুলি নীরব নার্গিস-বনে
৫১। বিদায়ের বেলা মোর ঘনায়ে আসে
৫২। যারে হাতে দিয়ে মালা দিতে পার নাই
৫৩। আমি চিরতরে দূরে চলে যাব
৫৪। সবার কথা কইলে কবি,
৫৫। ওরে ডেকে দে দে লো মহুয়া-বনে
৫৬। নয়ন-ভরা জল গো তোমার
৫৭। আমি চাঁদ নহি, চাঁদ নহি অভিশাপ
৫৮। আমি আছি ব'লে দুখ পাও তুমি
৫৯। আর অনুনয় করিবে না কেউ
৬০। মোরা আর-জনমে হংস-মিথুন
৬১। গভীর রাতে জাগি' খুঁজি তোমারে
৬২। গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়
৬৩। রূপের দীপালি-উৎসব আমি দেখেছি
৬৪। এবার যখন উঠবে সন্ধ্যাতারা
৬৫। বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে
৬৬। ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে
৬৭। নূরজাহান! নূরজাহান!
৬৮। বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি
৬৯। সেদিন ছিল কি গোধূলি-লগন
৭০। মোর ভুলিবার সাধনায় কেন
৭১। আমার ভুবন কান পেতে রয়
৭২। আন গোলাপ-পানি আন
৭৩। কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া
৭৪। প্রদীপ নিভায়ে দাও, উঠিয়াছে চাঁদ
৭৫। রেশমী রুমালে কবরী বাঁধি'
৭৬। নিশি রাতে রিম্ ঝিম্ ঝিম্
৭৭। ভোরের ঝিলের জলে শালুক পদ্ম

৭৮। সন্ধ্যা নামিছে আমার বিজন ঘরে
৭৯। আজো ফাল্গুনে ব্যাকুল কিংশুকের বনে
৮০। যখন আমার গান ফুরাবে
৮১। ওগো সুন্দর তুমি আসিবে বলিয়া
৮২। ঝুম্ ঝুম্ ঝুমরা নাচ নেচে
৮৩। মনে পড়ে আজো সেই নারিকেল-কুঞ্জ
৮৪। আমি পূরব দেশের পুরনারী
৮৫। তেমনি চাহিয়া আছে নিশীথের তারাগুলি
৮৬। নন্দন-বন হতে কে গো ডাক মোরে
৮৭। শাওন-রাতে যদি স্মরণে আসে
৮৮। কাবেরী নদী-জলে কে গো বালিকা
৮৯। বসন্ত মুখর আজি
৯০। তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি
৯১। তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী
৯২। কেন মেঘের ছায়া আজি চাঁদের চোখে
৯৩। বন্ধু, আজো মনে রে পড়ে আম-কুড়ানো
৯৪। ধর্মের পথে শহীদ যাহারা
৯৫। তুমি আমার সকাল বেলার সুর
৯৬। তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি গো
৯৭। মোর গানের কথা যেন আলোক-লতা
৯৮। এই বিশ্বে আমার সবাই চেনা
৯৯। কত দূরে তুমি ওগো আঁধারের সাথী
১০০। অনেক ছিল বলার, যদি সেদিন
১০১। বন্ধু, দেখলে তোমায় বুকের মাঝে
১০২। বন-বিহঙ্গ! যাও রে উড়ে
১০৩। এ-কূল ভাঙে, ও-কূল গড়ে, এই ত
১০৪। উজান বাওয়ার গান গো এবার
১০৫। যবে ভোরের কুন্দ-কলি
১০৬। মোর স্বপ্নে যেন বাজিয়েছিলে
১০৭। আমি সন্ধ্যা-মালতী
১০৮। শাওন আসিল ফিরে
১০৯। বেদিয়া বেদিনী ছু'টে আয়
১১০। মোর প্রিয়া হবে, এস রানী
১১১। ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি
১১২। নীলাম্বরী শাড়ি পরি' নীল যমুনায়
১১৩। আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়
১১৪। আমায় নহে গো ভালবাস শুধু
১১৫। দোলন-চাঁপা বনে দোলে
১১৬। যুঁই-কুঞ্জে বন-ভোমরা কেন
১১৭। মোমতাজ! মোমতাজ!
১১৮। আমি জানি তব মন, 'আমি বুঝি
১১৯। স্বপ্নে দেখি একটি নূতন ঘর
১২০। ছড়ায়ে বৃষ্টির বেল ফুল
১২১। রাঙা মাটির পথে লো মাদল বাজে
১২২। রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঘন দেয়া
১২৩। ওগো প্রিয় তব গান
১২৪। কেমনে হইব পার
১২৫। সাপুড়িয়া রে! বাজাও কোথায়
১২৬। নদীর স্রোতে মালার কুসুম
১২৭। শোক দিয়েছ তুমি হে নাথ,
১২৮। হে অশান্তি মোর এস এস
১২৯। পথ ভুলে যাই মুখ-পানে চাই
১৩০। মেঘলা নিশি-ভোরে
১৩১। 'চোখ গেল' 'চোখ গেল' কেন ডাকিস্
১৩২। পদ্মার ঢেউ রে
১৩৩। কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও
১৩৪। আমি নাহি বিদেশিনী
১৩৫। মেঘ-মেদুর বরষায় কোথা তুমি
১৩৬। নিরজন ফুলবনে এস প্রিয়া
১৩৭। সেই মিঠে সুরে মাঠের বাঁশরী বাজে
১৩৮। (তুমি) শুনিতে চেয়ো না আমার মনের
১৩৯। গাঙে জোয়ার এল ফিরে,
১৪০। রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ ঝুম্
১৪১। নিশি পবন! নিশি পবন!
১৪২। কোন্ সে সুদূর অশোক-কাননে বন্দিনী
১৪৩। তব চলার পথে আমার গানের ফুল
১৪৪। শুকনো পাতার নূপুর বাজে
১৪৫। জানি জানি প্রিয়, এ-জীবনে মিটিবে না
১৪৬। বঁধু, তোমার আমার এই যে বিরহ
১৪৭। আনার কলি! আনার কলি! আনার, কলি!
১৪৮। চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা, চাঁদের চেয়েও জ্যোতিঃ
১৪৯। এল ঐ পূর্ণিমা-চাঁদ ফুল-জাগানো
১৫০। পঞ্চ প্রাণের প্রদীপ-শিখায় লহ

বুলবুল

।।১।।

ভৈরবী—কাহারবা

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে
দিস্‌নে আজি দোল্‌ ।
আজো তা'র ফুলকলিদের ঘুম টুটেনি
তন্দ্রাতে বিলোল্‌ ।।

আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী-বায়
ঝুরছে নিশিদিন
আসেনি' দখ্‌নে হাওয়া গজল গাওয়া
মৌমাছি বিভোল ।।

কবে সে ফুল-কুমারী ঘোমটা চিরি'
আসবে বাহিরে,
শিশিরের স্পর্শসুখে ভাঙবে রে ঘুম
রাঙবে রে কপোল ।।

ফাগুনের মুকুল-জাগা দুকূল-ভাঙা
আসবে ফুলেল্‌ বান,
কুঁড়িদের ওষ্ঠপুটে লুটবে হাসি,
ফুটবে গালে টোল ।।

কবি তুই গন্ধে ভুলে' ডুবলি জলে
কূল পেলিনে আর,
ফুলে তোর বুক ভরেছিস্‌ আজকে জলে
ভরবে আঁখির কোল ।।

।।২।।

জৌনপুরী-আশাবরী–কাহারবা

আমারে চোখ–ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী ।
খুলে দাও রং–মহলার তিমির–দুয়ার ডাকিলে যদি ।।

গোপনে চৈতী হাওয়ায় গুল–বাগিচায় পাঠালে লিপি,
দেখে তাই ডাকছে ডালে কু কু ব'লে কোয়েল ননদী ।।

পাঠালে ঘূর্ণী–দূতী ঝড়–কপোতী বৈশাখে সখি,
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জল–ভরা নদী ।।

তোমারি অশ্রু ঝলে শিউলি–তলে সিক্ত শরতে,
হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও দ্বার যদি রোধি ।

পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিণী,
দুহুঁহায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা–জলধি ।।

ভিড়ে যা ভোর–বাতাসে ফুল–সুবাসে রে ভোমর–কবি,
উষসীর শিশ্–মহলে আসতে যদি চাস্ নিরবধি ।।

।।৩।।

মন–মিশ্র গজল–কাহারবা

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চল লো গোরী ।
চল জলে চল কাঁদে বনতল,
ডাকে ছলছল জল–লহরী ।।

দিবা চ'লে যায় বলাকা–পাখায়,
বিহগের বুকে বিহগী লুকায় !
কেঁদে চখা–চখী মাগিছে বিদায়
বারোয়াঁর সুরে ঝুরে বাঁশরী ।।

সাঁঝ হেরে মুখ চাঁদ–কুমুরে
ছায়াপথ–সিঁথি রচি' চিকুরে,
নাচে ছায়া–নটী কানন–পুরে
দুলে লটপট লতা–কবরী ।।

'বেলা গেল বধূ' ডাকে ননদী,
চ'লো জল নিতে যাবি লো যদি,
কালো হয়ে আসে সুদূর নদী,
নাগরিকা–সাজে সাজে নগরী ।।

মাঝি বাঁধে তরী সিনান–ঘাটে,
ফিরিছে পথিক বিজন মাঠে,
কারে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে
ভর আঁখি–জলে ঘট গাগরী ।।

ওগো বে–দরদী, ও রাঙা পায়ে
মালা হয়ে কে গো গেল জড়ায়ে !
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে
পায়ে রাখি তার না গলে পরি ।।

।।৪।।

পিলু–কাহারবা–দাদরা

ভুলি কেমনে আজো যে মনে
বেদনা–সনে রহিল আঁকা ।
আজো সজনী দিন রজনী
সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা ।।

আগে মন করলে চুরি
মর্মে শেষে হানলে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা
তবু যেন তা মধুতে মাখা ।।
চকোরী দেখলে চাঁদে

দূর হ'তে সই আজো কাঁদে,
আজো বাদলে ঝুলন ঝোলে
তেমনি জলে চলে বলাকা ।।

বকুলের তলায় দোদুল্
কাজ্‌লা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী কাঁখে গাগরী
চরণ ভারি কোমর বাঁকা ।।

তরুরা রিক্ত-পাতা
আস্‌লে লো তাই ফুল-বারতা,
ফুলেরা গ'লে ঝরেছে ব'লে
ভরেছে ফলে বিটপী-শাখা ।।

ডালে তোর হান্‌লে আঘাত
দিস্‌রে কবি ফুল-সওগাত,
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে
বনে কি দুলে ফুল-পতাকা ।।

।।৫।।

মিশ্র বেহাগ-খাম্বাজ-দাদ্‌রা

কেন কাঁদে পরান কী বেদনায় কারে কহি ।
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি' রহি' ।।
সে থাকে নীল নভে আমি-নয়ন-জল-সায়রে
সাতাশ তারার সতীন-সাথে সে যে ঘুরে' মরে,
কেমনে ধরি' সে চাঁদে রাহু নহি ।।

কাজল করি' যারে রাখি গো আঁখি-পাতে,
স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপন অশ্রু-সাথে !
বুকে তায় মালা করি' রাখিলে যায় সে চুরি,
বাঁধিলে বলয়-সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি',
কি দিয়ে সে উদাসীর মন মোহি ।।

।।৬।।

সিন্ধু-ভৈরবী-কাহার্‌বা

মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে
গোপন পায়ে কে ঐ আসে,
আকাশ-ছাওয়া চোখের চাওয়া
উতল হাওয়া কেশের বাসে ।।

উষার রাগে সাঁঝের ফাগে
যুগল তাহার কপোল রাঙে,
কমল দুলে সুরয্ শশী
নিশীথ-চুলে আঁধার-রাশে ।।

চরণ-ছোঁওয়ায় পাতার ঠোঁটে
মুকুল কাঁপে কুসুম ফোটে,
আঁখির পলক- পতন-ছাঁদে
নিশীথ কাঁদে দিবস হাসে ।।

গ্রহের মালা অলখ্-খোঁপায়,
কপোল শোভে তারার টোপায়,
কুসুম-কাঁটায় আঁচল-বাধে
রুমাল লুটায় সবুজ ঘাসে ।।

সাঁঝের শাখায় কানন মাঝে
বালার বিহগ- কাঁকন বাজে,
জীবন তাহার সোনার স্বপন
দোলায় ঘুমায় শিশুর পাশে ।।

তোমার লীলা- কমল ক'রে
নিখিল-রানী! দুলাও মোরে ।
দুলাও আমার সুবাসখানি
তোমার মুখের মদির-শ্বাসে ।।

॥ ৭ ॥

ভৈরবী-আশাবরী-কাহারবা

কে বিদেশী মন-উদাসী
বাঁশে বাঁশী বাজাও বনে।
সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে
কুসুম-বাগের গুল-বদনে ॥

ঝিমিয়ে আসে ভোমোরা-পাখা,
যুঁথির চোখে আবেশ মাখা,
কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা
(ভোর গগনের দর্-দালানে)
দর্-দালানে ভোর্ গগনে ॥

লজ্জাবতীর লুলিত লতায়
শিহর লাগে পুলক-ব্যথায়,
মালিকা সম বঁধূরে জড়ায়
বালিকা-বধূ সুখ-স্বপনে ॥
সহসা জাগি' আধেক রাতে
শুনি সে বাঁশী বাজে হিয়াতে,
বাহু-সিথানে কেন কে জানে
কাঁদে গো পিয়া বাঁশীর সনে ॥

বৃথাই গাঁথি' কথার মালা
লুকাস্ কবি বুকের জ্বালা,
কাঁদে নিরালা বন্‌শীওয়ালা
তোরি উতালা বিরহী মনে ॥

॥ ৮ ॥

সিন্ধু-কাওয়ালী

করুণ কেন অরুণ আঁখি
দাও গো সাকী দাও শারাব

হায় সাকী এ আঙ্গুরী খুন,
নয় ও হিয়ার খুন-খারাব ॥

দুর্দিনের এই দারুণ দিনে
শরণ নিলাম পান-শালায়,
হায় সাহারার প্রখর তাপে
পরান কাঁপে দিল্-কাবাব ॥

আর সহে না দিল্ নিয়ে এই
দিল্-দরদীর দিল্লগী,
তাই ত চালাই নীল পেয়ালায়
লাল শিরাজী বে-হিসাব ॥
এই শারাবের নেশার রঙে
নয়ন-জলের রঙ লুকাই,
দেখ্‌ছি আঁধার জীবন ভরি'
ভর্-পিয়ালার লাল খোয়াব্ ॥

আমার বুকের শূন্যে কে গো
ব্যথার তারে ছড় চালায়,
গাইছি খুশীর মহ্‌ফিলে গান
বেদন-গুণীর বীণ্ রবাব্ ॥

হারাম কি এই রঙিন পানি,
আর হালাল এই জল চোখের?
নরক আমার হউক মঞ্জুর,
বিদায় বন্ধু লও আদাব ॥

দেখ্ রে কবি, প্রিয়ার ছবি
এই শারাবের আর্শিতে,
লাল গেলাসের কাচ্-মহলার
পার হ'তে তার শোন্ জওয়াব ।

॥৯॥

মান্দ–কাওয়ালী

এত জল ও-কাজল চোখে
পাষাণী, আন্‌লে বল কে।
টলমল জল্‌–মোতির মালা
দুলিছে ঝালর–পলকে ॥

দিল কি পূব্‌–হাওয়াতে দোল,
বুকে কি বিঁধিল কেয়া?
কাঁদিয়া কুটিরে গগন
এলায়ে ঝামর–অলকে ॥

চলিতে পৈঁচি কি হাতের
বাধিল বৈঁচি কাঁটাতে?
ছাড়াতে কাঁচুলির কাঁটা
বিঁধিল হিয়ার ফলকে ॥

যে দিনে মোর দেওয়া–মালা
ছিঁড়িলে আন্‌মনে সখি,
জড়াল যুঁই–কুসুমী–হার
বেণীতে সেদিন ওলো কে ॥

যে–পথে নীর ভরণে যাও
বসে রই সে পথ–পাশে,
দেখি, নিত্‌ কার পানে চাহি'
কলসীর সলিল ছলকে ॥

মুকুলী মন সেধে সেধে
কেবলি ফিরিনু কেঁদে,
সরসীর ঢেউ পলায় ছুটি'
না ছুঁতেই নলিন–নোলকে ॥

বুকে তোর সাত সাগরের জল,
পিপাসা মিট্‌ল না কবি,
ফটিক–জল! জল খুঁজিস যেথায়
কেবলি তড়িৎ ঝলকে ॥

॥১০॥

ভীমপলশ্রী–দাদরা

আসে বসন্ত ফুলবনে
সাজে বনভূমি সুন্দরী।
চরণে পায়েলা রুমুঝুমু
মধুপ উঠিছে গুঞ্জরি'।
ফুলরেণু–মাখা দখিনা বায়
বাতাস করিছে বন–বালায়,
বন কবরী–নিকুঞ্জ–ছায়
মুকুলিকা ওঠে মুঞ্জরি' ॥

কুহু আজি ডাকে মুহুমুহু,
'পিউ কাহাঁ' কাঁদে উহু উহু,
পাখায় পাখায় দোঁহে দুহুঁ
বাঁধে চঞ্চর চঞ্চরী ॥

দুলে আলো–ছায়া বন–দুকুল,
ওড়ে প্রজাপতি কল্‌কা ফুল,
কর্ণে অতসী স্বর্ণ–দুল
আলোক–লতার সাত–নোরী ॥

পদ্ম ডলিয়া পায়ে বালা
করিয়াছে সারা বন আলা,
দ্বারে মঞ্জরী–দীপ জ্বালা,
ডালপালা রচে ফুলছড়ি ॥

কবি, তোর ফুলমালি কেমন,
ফাগুনে শূন্য পুষ্পবন,
বরিবি বুঁরে এলে কানন
রিক্ত হাতে কি ভুল ভরি' ॥

।। ১১ ।।

কাফি-সিন্ধু-কাহারবা

দুরন্ত বায়ু পূরবইয়াঁ
বহে অধীর আনন্দে ।
তরঙ্গে দুলে আজি নাইয়াঁ
রণ-তুরঙ্গ-ছন্দে ।।

অশান্ত অম্বর-মাঝে
মৃদঙ্গ গুরুগুরু বাজে,
আতঙ্কে থরথর অঙ্গ
মন অনন্তে বন্দে ।।

ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে
দিগন্ত শিহরিয়া চাহে,
বিষণ্ণ ভয়-ভীতা যামিনী
খোঁজে সেতারা চন্দে ।।

মালঞ্চে এ কি ফুল-খেলা
আনন্দে ফোটে যূথী বেলা,
কুরঙ্গী নাচে শিখী-সঙ্গে
মাতি' কদম্ব-গন্ধে ।।

একান্তে তরুণী তমালী
অপাঙ্গে মাখে আজি কালি,
বনান্তে বাঁধা প'ল দেয়া
কেয়া-বেণীর বন্ধে ।।

দিনান্তে বসি' কবি একা
পড়িস্ কি জলধারা-লেখা,
হিয়ায় কি কাঁদে কুহু-কেকা
আজি অশান্ত দ্বন্দ্বে ।।

।। ১২ ।।

বাগেশ্রী-পিলু-কাহারবা

চেয়ো না সুনয়না
আর চেয়ো না এ নয়ন পানে ।
জানিতে নাই ক বাকী
সই ও আঁখি কী যাদু জানে ।।

একে ঐ চাউনি বাঁকা
সুর্মা-আঁকা, তায় ডাগর আঁখি ।
বধিতে তায় কেন সাধ
যে মরেছে এ আঁখি-বাণে ।।

কাননে হরিণ কাঁদে
সলিল-ফাঁদে ঝুরছে শফরী,
বাঁকায়ে ভুরুর ধনু
ফুল-অতনু কুসুম-শর হানে ।।

কুলায় কি পড়ল ধরা!
পীযূষ-ভরা ঐ চাঁদো মুখে,
কাঁদিছে নার্গিসের ফুল
লাল কপোলের কমল-বাগানে ।।

জ্বলিছে দিবস রাতি
মোমের বাতি রূপের দেওয়ালী,
নিশিদিন তাই কি জ্বলি'
পড়ছ গলি' অঝোর নয়ানে ।।

মিছে তুই কথার কাঁটায়
সুর বিঁধে হায় হার গাঁথিস্ কবি,
বিকিয়ে যায় রে মালা
আয় নিরালা আঁখির দোকানে ।।

॥১৩॥

পিলু-দাদরা

পরান-প্রিয়! কেন এলে অবেলায়।
শীতল হিমেল বায়ে ফুল ঝ'রে যায়॥

সেদিনো সকাল বেলা
খেলেছি কুসুম-খেলা,
আজি যে কাঁদি একেলা
এ ভাঙা মেলায়,
কেন এলে অবেলায়॥

ক্লান্ত দিবস দূরে
কাঁদিছে পিলুর সুরে,
কেন শত পথ ঘুরে
আসিলে হেথায়॥

॥১৪॥

ভৈরবী-যৎ

সখি জাগো, রজনী পোহায়।
মলিন কামিনী-ফুল যামিনী-গলায়॥
চলিছে বধূ সিনানে
বসন না বশ মানে,
শিথিল আঁচল টানে
পথের কাঁটায়!

॥১৫॥

ভৈরবী-কাহারবা

নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া
পরান-পিয়া।
কাঁদে 'পিউ কাহাঁ' পাপিয়া
পরান-পিয়া॥

ভুলি' বুলবুলি-সোহাগে
কত গুলবদনী জাগে,
রাতি গুলসনে যাপিয়া
পরান-পিয়া॥

জেগে রয় জাগার সাথী
দূরে চাঁদ, শিয়রে বাতি,
কাঁদি ফুল-শয়ন পাতিয়া,
পরান-পিয়া॥

কত আর সাজাব ডালা,
বাসি হয় নিতি যে মালা,
কত দূর যাব ভাসিয়া,
পরান-পিয়া॥

গেয়ে গান চেয়ে কাহারে
জেগে র'স্ কবি এবারে
দিলি দান কারে এ হিয়া,
পরান-পিয়া॥

॥১৬॥

বৃন্দাবনী সারঙ্গ মিশ্র-দাদরা

এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে।
কেন পুন বাঁশী বাজালে কাফি ললিতে॥
নিশীথ গভীরে
কেন আঁখি-নীরে
এলে ফিরে ফিরে
গোপন কথা বলিতে॥
দলিত কুসুম-দলে রচিয়াছি শয়ন

অন্ধ তিমির রাতি, নিবু-নিবু নয়ন!
মরণ-বেলায় প্রিয়
আনিলে কি অমিয়
এলে কি গো নিঠুর
ঝরা ফুল দলিতে ।।

।।১৭।।

কাল ড়া-কাওয়ালী

বসিয়া নদীকূলে এলোচুলে
কে উদাসিনী।
কে এলে পথ ভু'লে
এ অকূলে বন-হরিণী ।।
কলসে জল ভরিয়া চায়
করুণায় কুলবধূরা,
কেঁদে যায় ফু'লে ফু'লে
পদমূলে সাঁঝ-তটিনী ।।
নিশিদিন চাহি' তোমারে
ওপারে বাজিছে বাঁশী,
এপারে বাজে বধূর
মল-নূপুর মধু-ভাষিণী ।।

আকাশে মেলিয়া আঁখি
লেখা কি পড়িছ পিয়ার,
কে গো সে রূপ-কুমার
তুমি গো যার অনুরাগিণী ।।

দলিয়া কত ভাঙা মন
ও চরণ করেছ রাঙা,
কাঁদায়ে কত না দিন্
এলে নিখিল-মনোমোহিনী ।।
হারালি গোধূলি-লগন,
কবি, কোন্ নদী-কিনারে,
একি সেই স্বপন-চাঁদ
পেতেছে ফাঁদ প্রিয়ার সতিনী ।।

।।১৮।।

বেহাগ-দাদরা

কেন দিলে এ কাঁটা
যদি গো কুসুম দিলে
ফুটিত না কি কমল
ও কাঁটা না বিঁধিলে ।।

কেন এ আঁখি-কূলে
বিধুর অশ্রু দুলে,
কেন দিলে এ হৃদি
যদি না হৃদয় মিলে ।।

শীতল মেঘ-নীরে
ডাকিয়া চাতকীরে
নীর ঢালিতে শিরে
বাজ কেন হানিলে ।।

যদি ফুটালে মুকুল
কেন শুকাইলে ফুল,
কেন কলঙ্ক-টীপে
চাঁদের ভুরু ভাঙিলে ।।

কেন কামনা-ফাঁদে
রূপ-পিপাসা কাঁদে,
শোভিত না কি কপোল
ও কালো তিল নহিলে ।।

কাঁটা-নিকুঞ্জে কবি
এঁকে যা সুখের ছবি,

নিজে তুই গোপন র'বি,
তোরি আঁখির সলিলে ।।

।।১৯।।

বিহারী খাম্বাজ মিশ্র–দাদরা

সখি, ব'লো বঁধুয়ারে নিরজনে ।
দেখা হ'লে রাতে ফুলবনে ।।
কে করে ফুল চুরি জেনেছে ফুলমালি,
কে দেয় গহীত রাতে ফুলের কুলে কালি
জেনেছে ফুলমালি গোপনে ।।

কাঁটার আড়ালে গোলাবের বাগে
ফুটায়েছে কুসুম কপট সোহাগে,
সে কুসুম–ঘেরা মেহেদীর বেড়া,
প্রহরী ভোমোরা সে কাননে ।।
ও পথে চোর–কাঁটা, সখি, তায় ব'লে দিও,
বেঁধে না বেঁধে না লো যেন তার উত্তরীয়!
এ বনফুল লাগি' না আসে কাঁটা দলি',
আপনি যাব আমি বঁধুয়ার কুঞ্জ–গলি,
বিকাব বিনিমূলে ও–চরণে ।।

।।২০।।

দূর্গা কাওয়ালী

নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি–জল ।
মলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল ।।

হেরিয়া নিশি–প্রভাতে
শিশির কমল–পাতে,
ভাব বুঝি বেদনাতে
কেঁদেছে কমল ।।

মরুতে চরণ ফেলে
কেন বন–মৃগ এলে,
সলিল চাহিতে পেলে
মরীচিকা–ছল ।।

এ শুধু শীতের মেঘে
কপট কুয়াশা লেগে
ছলনা উঠেছে জেগে' –
এ নহে বাদল ।।

কেন কবি খালি খালি
হ'লি রে চোখের বালি,
কাঁদাতে গিয়া কাঁদালি
নিজের কেবল ।।

।।২১।।

ভৈরবী–কাওয়ালী

এ আঁখি–জল মোছ পিয়া,
ভোলো ভোলো আমারে ।
মনে কে গো রাখে তা'রে
ঝরে যে ফুল আঁধারে ।।

ফোটা ফুলে ভরি' ডালা
গাঁথ বালা মালিকা,
দলিত এ ফুল লয়ে
দেবে গো বল কারে ।।

স্বপনের স্মৃতি প্রিয়
জাগরণে ভুলিও,
ভু'লে যেয়ো দিবালোকে
রাতের আলেয়ারে ।।

ঝুরিয়া গেল যে মেঘ
রাতে তব আঙিনায়,
বৃথা তা'রে খোঁজ প্রাতে
দূর গগন-পারে ।।

ঘুমায়েছ সুখে তুমি
সে কেঁদেছে জাগিয়া,
তুমি জাগিলে গো যবে
সে ঘুমায়ে ওপারে ।।

আগুনে মিটালি তৃষ্ণা
কবি কোন্ অভিমানে,
উদিল নীরদ যবে
দূর বন-কিনারে ।।

নিশীথে পাপিয়া পাখী
এমনি ত ওঠে ডাকি',
তেমনি ঝুরিছে আঁখি
বুঝি বা অকারণে ।।

কে শুধায়, আঁধার চরে
চখা কেন কেঁদে মরে,
এমনি চাতক-তরে
মেঘ ঝুরে গগনে ।।

কারে মন দিলি কবি,
এ যে রে পাষাণ ছবি,
এ শুধু রূপের রবি
নিশীথের স্বপনে ।।

।।২২।।

ভৈরবী-পোস্তা

কি হবে জানিয়া বল
কেন জল নয়নে ।
তুমি ত ঘুমায়ে আছ
সুখে ফুল-শয়নে ।।

তুমি কি বুঝিবা বালা
কুসুমে কীটের জ্বালা,
কারো গলে দোলে মালা
কেহ ঝরে পবনে ।।

আকাশের আঁখি ভরি'
কে জানে কেমন করি'
শিশির পড়ে গো ঝরি'
ঝরে বারি শাওনে ।।

।।২৩।।

বিহারী-ঠুংরী

পরদেশী বঁধুয়া,
এলে কি এতদিনে ।
আসিলে এত দিনে
কেমনে পথ চিনে' ।।

তোমারে খুঁজিয়া
কত রবি শশী
অন্ধ হইল প্রিয়,
নিভিল তিমিরে,
তব আশে আকাশ
তারা-দীপ জ্বালি'
জাগিয়াছে নিশি
ঝুরিয়া শিশিরে !
শুকায়েছে স্বরগ,
দেবতা, তোমা বিনে ।।

কত জনম ধরি'
ছিলে বল পাশরি',
এতদিনে বাঁশরি
বাজিল কি বিপিনে ।।

নিতি ফুল-সনে
ফুটিয়া কাননে
ঝরিয়াছি সাঁঝে
নিরাশ হুতাশে,
নব নব গানে
বেদনা নিবেদন
করিয়াছে কবি,
প্রিয়, তব পাশে !
এলে আজি উদাসী
নিখিল-মন জিনে' ।।

।।২৪।।

বেহাগ-খাম্বাজ-দাদরা

কেন উচাটন মন
পরান এমন করে ।
কেন কাঁদে গো বধূ
বঁধুর বুকে বাসরে ।।

কেন মিলন-রাতে
সলিল আঁখি-পাতে,
কেন ফাগুন-প্রাতে
সহসা বাদল ঝরে ।।

ডাকিলে অনুরাগে
কেন বিদায় মাগে,
(কেন) মরিতে সাধ জাগে
পিয়ার বুকের 'পরে ।।

ডাকিয়া ফুলবনে
থাকে সে আনমনে,
কাঁদায়ে নিরজনে
কাঁদে সে কিসের তরে ।।

কবি, তোরে কে কবে
সাধিল বেণুর রবে,
ধরিতে গেলি যবে
বিঁধিল কুসুম-শরে ।।

।।২৫।।

পিলু-ভৈরবী-কাহারবা

আসিলে এ ভাঙা ঘরে
কে মোর রাঙা অতিথি ।
হরষে বরিষে বারি
শাওন-গগন তিতি' ।।
বকুল-বনের সাকী
নটিনী পূবালী হাওয়া
বিলায় সুরভি সুরা,
মাতায় কানন-বীথি ।।

বনের বেশর গাঁথে
কদম-কেশর ঝুরি',
শিশির-চুনীর হারে
উজল উশীর-সিঁথি ।।
তিতির শিখীর সাথে
নোটন-কপোতী নাচে,
ঝিঁঝির ঝিয়ারী গাহে
ঝুমুর কাজরী-গীতি ।।

হিঙুল হিজল-তলে,
ডাহুক পিছল-আঁখি,

বধূর তমাল-চোখে
ঘনায় নিশীথ-ভীতি ।।

তিমির-ময়ূর আজি
তারার পেখম, খোলে,
জড়ায় গগন-গলে
চাঁদের ষোড়শী তিথি ।।

মিলিন-মালায় বাজে
গোপন মৃণাল-কাঁটা,
নয়ন-জলে কি কবি
আঁকিস্ তাহারি স্মৃতি ।।

।।২৬।।

কাফাংড়া-বসন্ত-হিন্দোল-দাদরা

আজি দোল-পূর্ণিমাতে দুল্‌বি তোরা আয়।
দখিনার দোল্ লেগেছে দোলন্-চাঁপায় ।।
দোলে আজ দোল্-ফাগুনে
ফুল-বাণ আঁখির তূণে,
দুলে আজ বিধুর হিয়া মধুর ব্যথায় ।।
দুলে আজ শিথিল বেণী, দুলে বধূর মেখলা
দুলে গো মালার গলা জড়াতে বঁধুর গলা।
মাধবীর দোল্‌ন-লতায়
দোয়েলা দোল্ খেয়ে যায়,
দুলে যায় হল্‌দে পাখী সোঁদাল-শাখায় ।।

বিরহ-শীর্ণা নদীর আজিকে আঁখির কূলে
ভরে জল কানায় কানায় জোয়ারে উঠল দু'লে ।
দুলে বসন্ত-রানী
কুসুমিতা বনানী
পলাশ রঙন দোলে নোটন-খোঁপায় ।।

দোলে হিন্দোল-দোলায় ধরণী শ্যাম পিয়ারী,
দুলিছে গ্রহ তারা আলোক-গোপ-ঝিয়ারী ।
নীলিমার কোলে বসি'
দুলে কলঙ্কী-শশী,
দোলে ফুল-উর্বশী ফুল-দোলনায় ।।

।।২৭।।

পিলু-দাদরা

রুমুঝুমু রুমুঝুমু
কে এলে নূপুর-পায় ।।
ফুটিল শাখে মুকুল
ও রাঙা চরণ-ঘায় ।।

সে নাচে তটিনী-জল
টলমল টলমল,
বনের বেণী উতল
ফুলদল মুরঝায় ।।

বিজরী জরীর আঁচল
ঝলমল ঝলমল,
নামিল নভে বাদল
ছলছল বেদনায় ।।

দুলিছে মেখলা-হার
শ্যামলী মেঘমালার,
উড়িছে অলক কা'র
অলকার ঝরোকায় ।।

তালীবন থৈ তাথৈ
করতালি হানে ঐ
কবি, তোর তমালী কই-
শ্বসিছে পুবালী-বায় ।।

।।২৮।।

সিন্ধু কাফি–খাম্বাজ–খেমটা

আজি এ কুসুম-হার সহি কেমনে।
ঝরিল যে ধূলায় চির-অবহেলায়
কেন এ অবেলায় পড়ে তা'রে মনে।।
তব তরে মালা গেঁথেছি নিরালা
সে ভরেছে ডালা নিতি নব ফুলে।
(আজি) তুমি এলে যবে বিপুল গরবে
সে শুধু নীরবে মিশাইল বনে।।

আঁখি-জলে ভাসি' গাহিত উদাসী
আমি শুধু হাসি' আসিয়াছি ফিরে।
(আজি) সুখ-মধুমাসে তুমি যবে পাশে
সে কেন গো আসে কাঁদাতে স্বপনে।।

কার সুখ লাগি' রে কবি বিরাগী,
সকল তেয়াগি' সাজিলি ভিখারী।
(তুই) কার আঁখি-জলে বেচে র'বি ব'লে
ফুলমালা দ'লে লুকালি গহনে।।

।।২৯।।

মালকোষ–তেতালা

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু।
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু।।

সে নাচ-হিল্লোলে জটা-আবর্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গণে।
আকাশে শূল হানি'
শোনাও নব বাণী,
তরাসে কাঁপে প্রাণী
প্রসীদ শম্ভু।।

ললাট শশী টলি' জটায় পড়ে ঢলি',
সে শশী-চমকে গো বিজুলি ওঠে ঝলি'।
ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,
মূরছে ভয়-ভীতা নিশি নিরঞ্জনা।
আঁধারে পথ-হারা
চাতকী কেঁদে সারা,
যাচিছে বারিধারা
ধরা নিরম্বু।।

।।৩০।।

ছায়ানট–কাওয়ালী

হাজার তারার হার হ'য়ে গো
দুলি আকাশ-বীণার গলে।
তমাল-ডালে ঝুলন ঝুলাই
নাচাই শিখী কদম-তলে।।

'বৌ কথা কও' ব'লে পাখী
করে যখন ডাকাডাকি,
ব্যথার বুকে চরণ রাখি
নামি বধূর নয়ন-জলে।।

ভয়ঙ্করের কঠিন আঁখি
আঁখির জলে করুণ করি,
নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' চলি
আকাশ-বধূর নীলাম্বরী।।

লুটাই নদীর বালুতটে,
সাধ ক'রে যাই বধূর ঘটে,
সিনান-ঘাটের শিলা-পটে
ঝরি চরণ-ছোঁওয়ার ছলে।।

।।৩১।।

হাম্বীর—কাওয়ালী

অধীর অম্বরে গুরু গরজন মৃদঙ্গ বাজে ।
ঝম্ ঝম্ ঝুম্ মঞ্জীর-মালা চরণে আজ উতলা যে ।।

এলোচুলে দু'লে দু'লে বন-পথে চল আলি
মরা গাঙে বালুচরে কাঁদে যথা বন-মরালী ।
উগারি' গাগরি ঝারি
দে লো দে করুণা ভারি,
ঘুঙট্ উতারি' বারি
ছিটা লো গুমোট সাঁঝে ।

তালীবন হানে তালি, মঞ্জরী ইশারা হানে,
আসন পেতেছে ধরা মাঠে মাঠে চারা-ধানে !

মুকুলে ঝরিয়া পড়ি' আকুতি জানায় যূথী,
ডাকিছে বিরস শাখে তাপিতা চন্দনা তুতী ।
কাজল-আঁখি রসিলি
চাহে খুলি ঝিলিমিলি,
চল লো চল সেহেলি,
নিয়ে মেঘ নটরাজে ।।

।।৩২।।

দেশ—সুরট—একতালা

ঝরে ঝরঝর কোন্ গভীর গোপন ধারা এ শাঙনে ।
আজি রহিয়া রহিয়া গুমরায় হিয়া একা এ আঙনে ।।

ঘনিমা ঘনায় ঝাউ-বীথিকায় বেণু-বন-ছায় রে,
ডাহুকীরে খুজি' ডাহুক কাঁদে আঁধার গহনে ।।

কেয়া-বনে দেয়া তূণীর বাঁধিয়া
গগনে গগনে ফেরে গো কাঁদিয়া ।
বেতস-বিতানে নীপ-তরুতলে
শিখী নাচ ভোলে পুচ্ছ-পাখাটলে ।

মালতী-লতায় এলাইয়া বেণী কাঁদে বিষাদিনী রে,
কাজল-আঁখি কে নয়ন মোছে তমাল-কাননে ।।

।।৩৩।।

জয়জয়ন্তী—একতালা

হৃদয় যত নিষেধ হানে নয়ন ততই কাঁদে ।
দূরে যত পলাতে চাই নিকট ততই বাঁধে ।।

স্বপন-শেষে বিদায়-বেলায়
অলক কাহার জড়ায় গো পায়,
বিধুর কপোল স্মরণ আনায়
ভোরের করুণ চাঁদে ।।

বাহির আমায় পিছল হ'ল কাহার চোখের জলে ।
স্মরণ ততই বারণ জানায় চরণ যত চলে ।
পার হতে চাই মরণ-নদী
দাঁড়ায় কে গো দুয়ার রোধি',
আমায় ওগো বে-দরদী,
ফেলিলে কোন্ ফাঁদে ।।

।।৩৪।।

কালাংড়া-ভৈরবী—অদ্ধা কাওয়ালী

ওকোন মিলন-মালা আমি তবে যাই ।
কি যেন এ নদী-কূলে খুঁজিনু বৃথাই ।।

রহিল আমার ব্যথা

দলিত কুসুমে গাঁথা,
ঝু'রে বলে ঝরা পাতা—
নাই কেহ নাই ।।

যে-বিরহে গ্রহতারা সৃজিল আলোক,
সে-বিরহে এ-জীবন জ্বলি' পুণ্য হোক্ ।

চক্রবাক চক্রবাকী
করে যেমন ডাকাডাকি,
তেমনি এ কূলে থাকি'
ও-কূলে তাকাই ।।

।।৩৫ ।।

দরবারি কানাড়া—যৎ

স্মরণ-পারের ওগো প্রিয়, তোমায় আমি চিনি যেন ।
তোমার চাঁদে চিনি আমি, তুমি আমার তারায় চেন ।।
নতুন পরিচয়ের লাগি'
তারায় তারায় থাকি জাগি',
বারে বারে মিলন মাগি,
বারে বারে হারাই হেন ।।

নতুন চোখের প্রদীপ জ্বালি' চেয়ে' আছি নিরিবিলি,
খোলো প্রিয় তোমার ধরার বাতায়নের ঝিলি-মিলি ।

নিবাও নিবু-নিবু বাতি,
ডাকে নতুন তারার সাথী,
ওগো আমার দিবস রাতি
কাঁদে বিদায়-কাঁদন কেন ।।

।।৩৬ ।।

পিলু—কাহারবা

গহীন রাতে
ঘুম কে এলে ভাঙাতে ।
ফুল-হার পরায়ে গলে
দিলে জল নয়ন-পাতে ।।

যে জ্বালা পেনু জীবনে
ভুলেছি রাতে স্বপনে,
কে তুমি এসে গোপনে
ছুঁইলে সে বেদনাতে ।।

যবে কেঁদেছি একাকী
কেন মুছালে না আঁখি,
নিশি আর নাহি বাকী
বাসি ফুল ঝরিবে প্রাতে ।।

কেন এ কুহেলি ঠেলে
দখিনা বাতাস এলে,
কবি তুই হৃদয় মেলে'
ছিলি কি এরি আশাতে ।।

।।৩৭ ।।

সিন্ধু—কাওয়ালী

কোন্ শরতে পূর্ণিমা-চাঁদ্ আসিলে এ ধরাতলে ।
কে মথিল তব তরে কোন্ সে ব্যথার সিন্ধু-জল ।।

দুয়ার-ভাঙা জাগল জোয়ার বেদনার ঐ দরিয়ায় ।
আজ ভারতী অশ্রুমতী মধ্যে দুলে টলমল ।।

কখন তোমার বাজল বেণু প্রাণের বংশী-বট-ছায় ।

মরা গাঙের ভাঙা ঘাটে ঘট ভরে গোপিনীদল ।।

বিদ্যুতের বাঁকা হাসি হাসিয়া কালো মেঘে,
আসিলে কে অভিমানী বহায়ে মরুতে ঢল ।।

লয়ে হাতে জিয়ন-কাঠি আসিলে কে রূপ-কুমার ।
উঠল জেগে' রূপ-কুমারী আঁধারে ঐ ঝলমল ।।

আকাশে চকোরী কাঁদে, তড়াগে চাহে কুমুদ,
ঝরুক আঁখির শেফালিকা ছুঁয়ে' তব পদতল ।।

।।৩৮ ।।

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

জাগিলে "পারুল" কিগো "সাত ভাই চম্পা" ডাকে ।
উদিলে চন্দ্র-লেখা-বাদলের মেঘের ফাঁকে ।।

চলিলে সাগর ঘুরে'
অলকার মায়ার পুরে,
ফোটে ফুল নিত্য যথায়
জীবনের ফুল্ল-শাখে ।।

আঁধারের বাতায়নে চাহে আজ লক্ষ তারা,
জাগিছে বন্দিনীরা, টুটে ঐ বন্ধ কারা ।
থেকো না স্বর্গে ভু'লে
এ পারের মর্ত্যকূলে,
ভিড়ায়ো সোনার তরী
আবার এই নদীর বাঁকে ।।

।।৩৯ ।।

খাম্বাজ—আড়্-খেমটা

চরণ ফেলি গো মরণ-ছন্দে
মথিয়া চলি গো প্রাণ ।
মর্ত্যের মাটি মহীয়ান করি
স্বর্গেরে করি' ম্লান ।।

চিতার বিভূতি মাখিয়া গায়
লজ্জা হানি গো অন্নদায়,
বাঁধিয়াছি বিদ্যুল্লতায়,
দেবরাজ হতমান ।
পাতাল ফুঁড়িয়া করি গো মাতাল
রসাতল-অভিযান ।।

।।৪০ ।।

বৃন্দাবনী সারং-ঝাঁপতাল

নমো হে নমো যন্ত্রপতি নমো নমো অশান্ত
তন্ত্রে তব ত্রস্ত ধরা, সৃষ্টি পথভ্রান্ত ।।

বিশ্ব হ'ল বস্তুময়
মন্ত্রে তব হে,
নন্দন-আনন্দে তুমি
গ্রাসিলে মহাধ্বান্ত ।।

শঙ্কর হে, সে কোন্ সতী-শোকে হ'য়ে নৃশংস
বসেছ ধ্যানে হয়েছ জড় সাধিতেছ এ ধ্বংস ।।

কৃষ্ণ তব দৃষ্টি-দাহে
শুষ্ক সব হে,
ভীষণ তব চক্রাঘাতে
নির্জিত যুগান্ত ।।

|| ৪১ ||

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

পূরবের তরুণ অরুণ
পূরবে আস্‌লে ফিরে,
কাঁদায়ে মহাশ্বেতায়
হিমানীর শৈল-শিরে ।।

কুহেলির পর্দা ডারি'
ঘুমাত রূপ-কুমারী,
জাগালে স্বপনচারী
তাহারে নয়ন-নীরে ।।

তোমার ঐ তরুণ গলার
শুনি গান সিন্ধু-পারে,
দুলিছ মধ্যমণি
সুরমার কণ্ঠ-হারে ।।

খেয়ালী দিলে ধরা,
হ'ল সুর স্বয়ম্বরা,
এলে কি পাগল-ঝোরা
পাষাণের বক্ষ চিরে' ।।

|| ৪২ ||

দেশ—গীতশ্রী

কে শিব-সুন্দর শরৎ-চাঁদ-চূড়
দাঁড়ালে আসিয়া এ অঙ্গনে ।
পীড়িত নর-নারী আসিল গেহ ছাড়ি'
ভরিল নভতল ক্রন্দনে ।।

বেদনা-মন্দিরে আরতি বাজে তব,
কে তুমি সুন্দর শ্মশান-চারী নব,
দিগ্‌ দিগন্তরে জীবন-উৎসব-
শঙ্খ শুনি তব আগমনে ।।

মৃত্যু-জয়ী তুমি হওনি সুধা পিয়ে,
দুখেরে দহিয়াছ বিষের দাহ দিয়ে ।
ভূষণ করি' ফণী আদরে দিয়ে দোলা
কি মণি পেলে বল ওগো ও চির-ভোলা ।।

কভু সে ডম্বুর বাজাও অম্বরে,
প্রলয়-নর্তন জাগে চরাচরে,
ললাট-জ্বালা-পাশে
চন্দ্র-লেখা হাসে
নবীন সৃষ্টির হরষণে ।।

পতিতা গঙ্গারে ধরিলে নিজ শিরে
কন্যারূপে তাই পেলে কি ভারতীরে,
স্বরগ এল নেমে
মরতে তব প্রেমে,
নমামি দেব-দেব ও-চরনে ।।

|| ৪৩ ||

পারা-ভৈরবী—কাহারবা

কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে
আস্‌লে প্রাতে পুষ্পচোর ।
ডাকছে পাখী, 'বৌ গো জাগো',
আর ঘুমায় না, রাত্রি ভোর ।।

যুঁই-কুঁড়িরা চোখ মেলে চায়,
চুমকুড়ি দেয় মৌমাছি ।
শাপলা-বনে চাঁদ ডুবে যায়
ম্লান চোখে হায় চায় চকোর ।।

ঘোমটা ঠেলি' কয় চামেলি,
গোল ক'রো না গুল-ডাকাত,
ঢুলছে নয়ন, দুলছে গলায়
বেল-টগরের ছিন্ন ডোর ।।

বোরকা খুলি' বন-কেতকীর
ফুলরেণুতে রাঙলে গা,
পারুল-বধূর মাগ্‌লে মধু,
হাস্‌নাহেনার ভাঙলে দোর ।।

গায় কাওয়ালী বাদ্‌লি রুমঝুম,
তয়ফাওয়ালী নাচে মউর,
ঝুরছে কদম, মেঘ-তমালে
বিজ্‌লি-চোখে চায় কিশোর ।।

শোন্ রে কবি পুষ্পলোভী
আজ ধরেছি ফুলচুরি,
ফুল ফুটিয়ে ফুলবালাদের
কুল ভুলানো তাণ্ডব তোর ।।

।। ৪৪ ।।

ভীমপলশ্রী—কাহারবা

কেন আন-ফুল-ডোর
আজি বিদায়-বেলা ।
মোছ মোছ আঁখি-লোর
যদি ভাঙিল মেলা ।।
কেন মেঘের স্বপন
আন মরুর চোখে,
তুলে দিয়ো না কুসুম
যারে দিয়েছ হেলা ।।

আছে বাহুর বাঁধন
তব শয়ন-সাথী,
আমি এসেছি একা
আমি চলি একেলা ।।

যবে শুকাল কানন
এলে বিধুর পাখী,
লয়ে কাঁটা-ভরা প্রাণ
এ কি নিঠুর খেলা ।।

যদি আকাশ-কুসুম
পেলি চকিতে কবি,
চল চল মুসাফির,
ডাকে পারের ভেলা ।।

।। ৪৫ ।।

(রাতের) দুর্গা—আদ্ধা কাওয়ালী

কেমনে রাখি
আঁখি-বারি চাপিয়া ।
প্রাতে কোকিল কাঁদে,
নিশীথে পাপিয়া ।।

এ ভরা ভাদরে
আমার মরা নদী,
উথলি' উথলি'
উঠিছে নিরবধি ।

আমার এ ভাঙা ঘটে
আমার এ হৃদিতটে
চাপিতে গেলে ওঠে
দু'কূল ছাপিয়া ।।

নিষেধ নাহি মানে

আমার পোড়া আঁখি,
জল লুকাব কত
কাজল মাখি' মাখি' ।।

ছলনা ক'রে হাসি
অমনি জলে ভাসি,
ছলিতে গিয়া আসি
ভয়েতে কাঁপিয়া ।।

গাঁথিতে ফুলমালা
বিঁধে সে কাঁটা হয়ে,
কাঁটার হার গাঁথি—
সে আসে ফুল লয়ে ।।

কবি রে, জলধি এ
তাহারে মন দিয়ে
গেলি রে জল নিয়ে
জীবন ব্যাপিয়া ।।

।। ৪৬ ।।

(দিনের) দুর্গা—আদ্ধা কাওয়ালী

কেন আসিলে যদি যাবে চলি' ।
গাঁথিলে না মালা ছিঁড়ে ফুল-কলি ।।

কেন বারেবারে আসিয়া দুয়ারে
ফিরে গেলে পারে কথা নাহি বলি' ।।

কি কথা বলিতে আসিয়া নিশীথে
শুধু ব্যথা-গীতে গেলে মোরে ছলি' ।।

প্রভাতের বায়ে কুসুম ফুটায়ে
নিশীথে লুকায়ে উড়ে গেল অলি ।।

কবি শুধু জানে, কোন্ অভিমানে
চাহি যারে গানে কেন তা'রে দলি ।।

।। ৪৭ ।।

যোগিয়া—ঝাঁপতাল

সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি'
তরুণ বিবাগী ।।
হের তব পায়ে
কাঁদিছে লুটায়ে
নিখিলের পিয়া
তব প্রেম মাগি'
তরুণ বিবাগী ।।
ফাগুন কাঁদে
দুয়ারে বিষাদে
খোলো দ্বার খোলো !
যোগী, যোগ ভোলো !
এত গীত হাসি
সব আজি বাসি,
উদাসী গো জাগো !
নব অনুরাগে
জাগো অনুরাগী
তরুণ বিবাগী ।।

।। ৪৮ ।।

বারোয়াঁ—কাহারবা

মুসাফির! মোছ এ আঁখি-জল
ফিরে চল আপনারে নিয়া ।
আপনি ফুটেছিল ফুল
গিয়াছে আপনি ঝরিয়া ।।

রে পাগল! এ কি দুরাশা,
জলে তুই বাঁধিবি বাসা!
মেটে না হেথায় পিয়াসা
হেথা নাই তৃষ্ণা-দরিয়া।।

বরষায় ফুটল না বকুল
পউষে ফুটবে কি ফুল,
এ দেশে ঝরে শুধু ভুল
নিরাশার কানন ভরিয়া।।

রে কবি, কতই দেয়ালি
জ্বালিলি তোর আলো জ্বালি',
এল না তোর বনমালী
আঁধার আজ তোরই দুনিয়া।।

।। ৪৯ ।।

মান্দ—কাহারবা

এ নহে বিলাস বন্ধু, ফুটেছি জলে কমল।
এ যে ব্যথা-রাঙা হৃদয় আঁখি-জলে টলমল।।

কোমল মৃণাল-দেহ ভরেছে কন্টক-ঘায়,
শরণ লয়েছি গো তাই শীতল দীঘির জল।।

ডুবেছি এ কালো নীরে কত যে জ্বালা সয়ে,
শত ব্যথা ক্ষত লয়ে হইয়াছি শতদল।।

আমার বুকের কাঁপন তুমি বল ফুল-বাস,
ফিরে যাও, ফেলো না গো শ্বাস
দখিনা বায়ু চপল।।

ফোটে যে কোন্ ক্ষত-মুখে
কবি রে তোরে গীত-সুর,
সে ক্ষত দেখিল না কেউ,
দেখিল তোরে কেবল।।

।। ৫০ ।।

নৌরোজকা—তেতালা

বুলবুলি নীরব নার্গিস-বনে
ঝরা বন-গোলাপের বিলাপ শোনে।।

শিরাজের নওরোজে ফাল্গুন মাসে
যেন তার প্রিয়ার সমাধির পাশে
তরুণ ইরান কবি কাঁদে নিরজনে।।

উদাসীন আকাশ থির হয়ে আছে
জল-ভরা মেঘ লয়ে বুকের কাছে।

সাকীর শারাবের পিয়ালার 'পরে
সকরুণ অশ্রুর বেলফুল ঝরে
চেয়ে' আছে ভাঙা চাঁদ মলিন আননে।।

।। ৫১ ।।

পূরবী—তেতালা

বিদায়ের বেলা মোর ঘনায়ে আসে।
দিনের চিতা জ্বলে অস্ত-আকাশে।।

দিনশেষে শুভদিন এলো বুঝি মম,
মরণের রূপে এলে মোর প্রিয়তম,
গোধূলির রঙে তাই দশদিশি হাসে।।
দিন গুনে নিরাশার পথ চাওয়া ফুরালো,
শ্রান্ত এ জীবনের জ্বালা আজ জুড়ালো।

ওপার হতে কে এলো তরী বাহি'
হেরিলাম সুন্দরে, আর ভয় নাহি।
আঁধারের পারে তা'র চাঁদমুখ ভাসে।।

প্রকাশিকার নিবেদন

কবির আধুনিক গানগুলি সংকলন ক'রে "বুলবুল (দ্বিতীয়)" প্রকাশ করা হ'ল। তাড়াতাড়ি প্রকাশ করার জন্য ছাপায় কিছু ভুল থেকে গেছে। পরবর্তী সংস্করণে আশা করি কোন ভুল থাকবে না। বইটির শেষ পৃষ্ঠায় কিছু সংশোধন ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই গানের বইটির আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, এর মধ্যে কবির আধুনিক অপ্রকাশিত কতকগুলি গান আমরা দিতে পেরেছি। নজরুলগীতি যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের কাছে এই বইটির সমাদর পেলে আমি আমার প্রথম প্রচেষ্টাকে সার্থক ব'লে মনে করব। ইতি—

নিবেদিকা
প্রমীলা নজরুল ইস্‌লাম

।।৫২।।

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই
কেন মনে রাখ তা'রে।
ভুলে যাও তা'রে ভুলে যাও একেবারে।।

আমি গান গাহি আপনার দুখে,
তুমি কেন আসি দাঁড়াও সুমুখে,
আলেয়ার মত ডাকিও না আর
নিশীথ-অন্ধকারে।।

দয়া করে, মোরে দয়া কর, আর
আমারে লইয়া খেলো না নিঠুর খেলা;
শত কাঁদিলেও ফিরিবে না সেই
শুভলগনের বেলা।

আমি ফিরি পথে, তাহে কার ক্ষতি,
তব চোখে কেন সজল মিনতি,
আমি কি ভুলেও কোনোদিন এসে'
দাঁড়ায়েছি তব দ্বারে।।
ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে।।

।।৫৩।।

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেবে না ভুলিতে।
আমি বাতাস হইয়া জড়াইব কেশে, বেণী যাবে যবে খুলিতে।।
তোমার সুরের নেশায় যখন
ঝিমাবে আকাশ কাঁদিবে পবন,
রোদন হইয়া আসিব তখন তোমার বক্ষে ঝুরিতে।।

আসিবে তোমার পরমোৎসবে কত প্রিয়জন কে জানে,
মনে প'ড়ে যাবে—কোন্ সে ভিখারী পায়নি ভিক্ষা এখানে।
তোমার কুঞ্জ-পথে যেতে, হায়!
চমকি থামিয়া যাবে বেদনায়,
দেখিবে, কে যেন ম'রে মিশে আছে তোমার পথের ধূলিতে।।

।।৫৪।।

সবার কথা কইলে কবি, নিজের কথা কহ।
(কেন) নিখিল ভুবন অভিমানের আগুন দিয়ে দহ।
নিজের কথা কহ।।

কে তোমারে হানল হেলা, কবি!
সুরে সুরে আঁক কি গো সেই বেদনার ছবি?
কার বিরহ রক্ত ঝরায় বক্ষে অহরহ!
নিজের কথা কহ।।

(কোন) ছন্দোময়ীর ছন্দ দোলে তোমার গানে গানে,
তোমার সুরের স্রোত বয়ে যায় কাহার প্রেমের টানে গো
কাহার চরণ পানে?

কাহার গলায় ঠাঁই পেল না ব'লে
(তব) কথার মালার ব্যথার মত প্রতি হিয়ায় দোলে।
(তোমার) হাসিতে যে বাঁশী বাজে, সে ত তুমি নহ!
নিজের কথা কহ।।

।।৫৫।।

ওরে ডেকে দে দে লো, মহুয়া-বনে ফুল ফোটাত
বাজিয়ে বাঁশী কে।
বনের হরিণ নাচাত, পাখীকে গান গাওয়াত, ঢেউ ওঠাত
ঝর্ণাজলে—পাহাড়তলীতে।।

তার গানের কথা জানিয়ে দিত ফুলের মধুকে,
(তার) সুরের নেশা করত ব্যাকুল মনের বঁধুকে গো
মনের বঁধুকে
বুকের মাঝে বাজত নূপুর চপল হাসিতে লো
তার চপল হাসিতে।।
আঁধার রাতে ফোটাত সে হলুদ গাঁদার ফুল
সে বন কাঁদত, মন কাঁদত, কাজ করাত ভুল লো
কাজ করাত ভুল।

আর সে বাঁশী শুনি না
ধোঁয়ার ছলে কাঁদি না,
আর রাঙা শাড়ী পরি না,
লোটন খোঁপা বাঁধি না,
আমি রইতে নারি না হেরে সেই বন-উদাসীকে লো
বন-উদাসীকে।।

।।৫৬।।

নয়ন-ভরা জল গো তোমার
আঁচল-ভরা ফুল।
ফুল নেব না অশ্রু নেব, ভেবে হই আকুল।।

ফুল যদি নিই তোমার হাতে
জল র'বে গো নয়ন-পাতে,
অশ্রু নিলে ফুটবে না আর প্রেমের মুকুল।।

মালা যখন গাঁথ তখন পাওয়ার সাধ যে জাগে,
মোর বিরহে কাঁদ যখন আরো ভাল লাগে।
পেয়ে তোমায় যদি হারাই
দূরে দূরে থাকি গো তাই,
(তাই) ফুল ফুটায়ে যাই গো চ'লে চঞ্চল বুলবুল।।

।।৫৭।।

আমি চাঁদ নহি, চাঁদ নহি অভিশাপ।
শূন্য গগনে আজো নিরাশায় আকাশে করি বিলাপ।।
শত জনমের অপূর্ণ সাধ লয়ে
(আমি) গগনে কাঁদি গো ভুবনের চাঁদ হয়ে,
জোছনা হইয়া ঝরে গো আমার অশ্রু বিরহ-তাপ।।
কলঙ্ক হয়ে বুকে দোলে মোর তোমার স্মৃতির ছায়া,
এত জোছনায় ভুলিতে পারি না তোমার মধুর মায়া।
কোন সে সাগর-মন্থন শেষে মোরে
জড়াইয়া যেন উঠেছিলে প্রেমভরে,
(হায়) তুমি গেছ চলে, বুকে তবু দোলে তব অঙ্গের ছাপ।।

হিয়ার থরে থরে।।

বাহুর ডোরে বেঁধে' কারে ঘুমের ঘোরে যেন
ঝড়ের বন-লতার মত লুকিয়ে কাঁদ কেন?

বনের কপোত, কপোতাক্ষীর তীরে
পাখায় পাখায় বাঁধা ছিলাম নীড়ে,
চিরতরে হ'ল ছাড়াছাড়ি
(কোন্) নিঠুর ব্যাধের শরে।।

।।৫৮।।

আমি আছি ব'লে দুখ পাও তুমি, তাই আমি যাব চ'লে।
এবার ঘুমাও, প্রদীপের কাজ শেষ হয়ে গেছে জ্বলে'।।
আর আসিবে না কোনো অশান্তি,
আর আসিবে না ভয়ের ভ্রান্তি,
আর ভাঙিব না ঘুম নিশীথে গো, জাগো প্রিয়া জাগো বলে'।

হয়ত আবার সুদূর শূন্য-আকাশে বাজিবে বাঁশী,
গোপীচন্দন-গন্ধ আসিবে বাতায়ন-পথে ভাসি'।
চম্পার ডালে বিরহী পাপিয়া
পিয়া পিয়া ব'লে উঠিবে ডাকিয়া,
বৃন্দাবন কি ভাসিবে
সেদিন রোদন-যমুনা-জলে।।

।।৫৯।।

আর অনুনয় করিবে না কেউ কথা কহিবার তরে।
আর দেখিবে না স্বপন রাতে গো কেহ কাঁদে হাত ধ'রে।।
তব মুখ ঘিরে আর মোর দু'নয়ন
ভ্রমরের মত করিবে না জ্বালাতন,
তব পথ আর পিছল হবে না আমার অশ্রু ঝ'রে।।
তোমার ভুবনে পড়িবে না আর কোনোদিন ছায়া মম,
তোমার পূর্ণ চাঁদের তিথিতে আসিব না রাহু-সম।
আর শুনিবে না করুণ কাতর
এই ক্ষুধাতুর ভিখারীর স্বর,
আর শুনিবে না কাহারও রোদন রাতের আকাশ ভ'রে।।

।।৬০।।

মোরা আর-জনমে হংস-মিথুন ছিলাম নদীর চরে।
যুগলরূপে এসেছি গো আবার মাটির ঘরে।।
তমালতরু চাঁপা-লতার মত
জড়িয়ে কত জনম হ'ল গত,
সেই বাঁধনের চিহ্ন আজো জাগে

।।৬১।।

গভীর রাতে জাগি' খুঁজি তোমারে
দূর গগনে প্রিয়া তিমির-পারে।।

জেগে যবে দেখি হায় তুমি নাই কাছে,
আঙিনায় ফুটে ফুল ঝরে পড়ে আছে,
বাণ-বেঁধা পাখী সম আহত এ প্রাণ মম
লুটায়ে লুটায়ে কাঁদে অন্ধকারে।।
মৌনা নিঝুম ধরা, ঘুমায়েছে সবে,
এস প্রিয়, এই বেলা বক্ষে নীরবে।

কত কথা কাঁটা হয়ে বুকে আছে বিঁধে,
কত অভিমান কত জ্বালা এই হৃদে,
দেখিবে এস প্রিয় কত সাধ ঝ'রে গেল কত আশা
ম'রে গেল হাহাকারে।।

।।৬২।।

গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়, কে যেন আমারে ডাকে—
সে কি তুমি, সে কি তুমি?
কার স্মৃতি বুকে পাষাণের মত ভার হয়ে যেন থাকে—
সে কি তুমি, সে কি তুমি?

কাহার ক্ষুধিত প্রেম যেন, হায়!
ভিক্ষা চাহিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়,
কার সকরুণ আঁখি দুটি যেন রাতের তারার মত
মুখপানে চেয়ে' থাকে—
সে কি তুমি, সে কি তুমি?

নিশির বাতাস কাহার হুতাশ দীরঘ নিশাস সম
ঝড় তোলে এসে অন্তরে মোর; ওগো দুরন্ত মম!
সে কি তুমি, সে কি তুমি?

মহাসাগরের ঢেউ-এর মতন
বুকে বাজে এসে কাহার রোদন?
পিয়া পিয়া নাম ডাকে অবিরাম বনের পাপিয়া পাখী
আমার চম্পা-শাখে—
সে কি তুমি, সে কি তুমি?

।।৬৩।।

রূপের দীপালি-উৎসব আমি দেখেছি তোমার অঙ্গে।
শত ফুলশর মুরছায় প্রিয়া, তোমার নয়ন-ভঙ্গে।।
যে আঁখি পরম সুন্দরে দেখিয়াছে
সেই আঁখি কাঁদে তোমার পায়ের কাছে,
দেখেছে সে আঁখি, বিশ্ব দুলিছে তোমার রূপ-তরঙ্গে।।

তোমারে দেখিতে আমার আকাশ আনত হইয়া কাঁদে,
(তব) মণিহার হতে বিবাদ করে গো কোটি গ্রহ তারা চাঁদে।

তুমি দেখিতে যদি গো আপন রূপের আলো
আমারে ভুলিয়া নিজেরে বাসিতে ভালো,
তোমারে আড়াল করিয়া গো তাই ছায়া-সম ফিরি সঙ্গে।।

।।৬৪।।

এবার যখন উঠবে সন্ধ্যাতারা—সাঁঝ আকাশে
দেখতে পাবে দুটি নতুন তারা—তাহার পাশে।।

চেয়ে' দেখো ভালো ক'রে
কা'র দুটি চোখ যেন ম'রে
তারা হয়ে ধরার পানে চাহে
তোমার আঁখি দেখার আশে।।

যে দুটি চোখ নিত্য লোকের মাঝে
তোমায় দিত লাজ
পড়বে মনে গো—
সেই দুটি চোখ চিরতরে এই পৃথিবী হতে
হারিয়ে গেছে আজ।

পায়নি গো, তাই অভিমানে
চ'লে গেছে দূর বিমানে
(দেখো) সেদিন যেন আজের মত চাইতে ওদের পানে
দ্বিধা নাহি আসে।।

।।৬৫।।

বলেছিলে, তুমি তীর্থে আসিবে আমার তনুর তীরে।
তুমি আসিলে না, আশার সূর্য ডুবিল সাগর-নীরে।।
চলে যাই যদি, চিরদিন মনে
তোমার সে কথা রহিবে স্মরণে,
শুধু সেই কথা শোনার লাগিয়া হয়ত আসিব ফিরে।।

শুধু সেই আশে হয়ত এ তনু মরণে হবে না লীন,
পথ চেয়ে' চেয়ে' তব নাম গেয়ে' বাজাব বিরহ-বীণ।
হের গো, আমার যাবার সময় হ'ল,
তোমার সে কথা মিথ্যা হবে না বল,
কোন্ শুভক্ষণে নিমেষের তরে জড়াবে কণ্ঠ ঘিরে'।।

।।৬৬।।

ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে, জাগায়ো না জাগায়ো না।
সারা জীবন যে আলো দিল, ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙায়ো না।

যে সহস্র করে রূপরস দিয়া
জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া,
তাঁহারে শান্ত-চন্দন দাও, ক্রন্দনে রাঙায়ো না।।

যে তেজ শৌর্য শক্তি দিলেন আপনারে করি' ক্ষয়
তাই হাতে পেতে নাও।
বিদেহ রবিও ইন্দ্র মোদেরে নিত্য দেবেন জয়
কবিরে ঘুমাতে দাও।

অন্তরে হের হারানো রবির জ্যোতি
সেই খানে তাঁরে নিত্য কর প্রণতি
(আর) কেঁদে তাঁরে কাঁদায়ো না।।

।।৬৭।।

নূরজাহান! নূরজাহান!
সিন্ধুনদীতে ভেসে
এলে মেঘলামতীর দেশে
ইরানী গুলিস্তান।।

নার্গিস লালা গোলাপ আঙুর-লতা
শিরী-ফরহাদ শিরাজের উপকথা
এনেছিলে তুমি তনুর পিয়ালা ভরি'
বুলবুলি দিলরুবা রবাবের গান।।

তব প্রেমে উন্মাদ ভুলিল সেলিম সে যে রাজাধিরাজ,
চন্দন-সম মাখিল অঙ্গে কলঙ্ক লোক-লাজ।
যে কলঙ্ক লয়ে হাসে চাঁদ নীলাকাশে
(যাহা) লেখা থাকে শুধু প্রেমিকের ইতিহাসে
দেবে চিরদিন নন্দন-লোকবাসী
(তব) সেই কলঙ্ক সে প্রেমের সম্মান।।

।।৬৮।।

বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি
সেই চির-চেনা সুরে।
যে সুরে বিরহী প্রাণ আজও ঝুরে।।

যে সুরে হৃদয়ে হোরির রং লাগে
ভুলে-যাওয়া যৌবন-স্মৃতি মনে জাগে,
আকাশ কাঁদে যে সকরুণ রাগে
যে সুর ঘুমায়ে আছে প্রিয়ার নূপুরে।।

যে সুর শুনি আজো পল্লীর প্রান্তে
মল্লিকা-কুঞ্জে শ্রান্ত দিনান্তে
বিরহবিধুর দূর হারানো দিনের
ছায়া ফেলে যে-সুর মনের মুকুরে।।

।।৬৯।।

সেদিন ছিল কি গোধূলি-লগন শুভ-দৃষ্টির ক্ষণ?
চেয়েছিল মোর নয়নের পানে যেদিন তব নয়ন।।
সেদিন বকুল শাখে কি গো আঙিনাতে
ডেকে উঠেছিল কুহু-কেকা এক সাথে,
অধীর নেশায় দুলে উঠেছিল মনের মহুয়া বন।।
হে প্রিয়, সেদিন আকাশ হ'তে কি তারা পড়েছিল ঝরে',

যেদিন প্রথম ডেকেছিলে তুমি মোর ডাকনাম ধরে'?
(প্রিয়) যেদিন প্রথম ছুঁয়েছিলে ভালোবেসে
আকাশে কি বাঁকা চাঁদ উঠেছিল হেসে'?
শঙ্খ সেদিন বাজায়েছিল কি পাষাণের নারায়ণ।।

।।৭০।।

মোর ভুলিবার সাধনায় কেন সাধ বাদ?
কেন নিরাশা-আঁধারে জ্বালো আশার চাঁদ।।

যে প্রেম লভিয়াছে সমাধি

কি হবে সেথায় আর কাঁদি
বাঁচিবে না নয়নের জলে সে
পুড়ে ছাই হয়ে গেছে যার সুখ-সাধ।।

যে তরুর কাটিয়াছে মূল, কেন ফুল সেথা চাও
নির্জন অরণ্যে বিরহ-তাপে তা'রে শুকাইতে দাও।

শুভ লগ্নের ক্ষণ ভুবনে
একবার আসে শুধু জীবনে
বয়ে গেছে সেই শুভদৃষ্টির শুভক্ষণ
আর পাইব না তব আঁখির প্রসাদ।।

।।৭১।।

আমার ভুবন কান পেতে রয় প্রিয়তম তব লাগিয়া।
দীপ নিভে যায়, সকলে ঘুমায়, মোর আঁখি রহে জাগিয়া।।
তারারে শুধাই, 'কত দেরি আর?
কখন আসিবে বিরহী আমার?'
ওরা বলে, 'হের পথ চেয়ে তা'র নয়ন উঠেছে রাঙিয়া।।'

'আসিতেছে সে কি মোর অভিসারে', কাঁদিয়া শুধাই চাঁদে,
মোর মুখপানে চেয়ে চেয়ে চাঁদ নীরবে শুধু কাঁদে।

ফাগুন-বাতাস করে হায় হায়—
(বলে) 'বিরহিণী তোর নিশি যে পোহায়।'
ফুল বলে, 'আর জাগিতে নারি গো, ঘুমে আঁখি আসে ভাঙিয়া।।'

।।৭২।।

আন গোলাপ-পানি, আন আতরদানি গুলবাগে।
সেহেলি গো কিছু ভালো নাহি লাগে।
বেদুঈন ছেলের বাঁশি কারে ডাকে
কেঁদে' কেঁদে' অনুরাগে।।

মরুযাত্রীদের উটের সারি
যেমন চাহে তৃষার বারি
তেমনি মম পিয়াসী পরান যেন কার
প্রেম-অমৃত বারি মাগে।।

চাঁদের পিয়ালাতে জোছনা-শিরাজী ঝ'রে যায়,
আমারি হৃদয় কেন গো সে মধু নাহি পায়।

হায়, হায়, বাদাম গাছের আঁধার বনে
নিঃশ্বাস ওঠে যেন বুলবুলির শিসের সনে,
বিরহী মোর কোথায় কাঁদে কোন্ মদিনাতে—
ফোরাত নদীর রোদন সম বুকে ঢেউ জাগে।।

।।৭৩।।

কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া
কুহরিল মহুয়া-বনে।
চমকি জাগিনু নিশীথ শয়নে।।

শূন্য ভবনে মৃদুল সমীরে
প্রদীপের শিখা কাঁপে ধীরে ধীরে,
চরণ-চিহ্ন রাখি দলিত কুসুমে
চলিয়া গেছ তুমি দূর-বিজনে।।

বাহিরে ঝরে ফুল আমি ঝুরি ঘরে,
বেণু-বনে সমীরণ হাহাকার করে,
ব'লে যাও কেন গেলে এমন ক'রে
কিছু নাহি ক'লে সহসা গোপনে।।

।।৭৪।।

প্রদীপ নিভায়ে দাও, উঠিয়াছে চাঁদ।
বাহুর ডোর আছে, মালায় কি সাধ?

ফুল আনিও না ভবনে,
কেশের সুবাস তব ঘনাক মনে,
হৃদয়ের লাগি মোর হৃদয় কাঁদে
চন্দন লাগে বিস্বাদ।।

খোলো গুণ্ঠন, ফেলে দাও আভরণ,
হাতে রাখ হাত, তোলো আনত নয়ন।

বাহিরে বহুক বাতাস,
বক্ষে লাগুক মোর তব ঘন শ্বাস,
চম্পার ডালে বসে মোদেরে দেখে
কুহু আর পাপিয়ায় করুক বিবাদ।।

।।৭৫।।

রেশমী রুমালে কবরী বাঁধি'
নাচিছে আরবী নটিনী বাঁদী।।
বেদুঈনী সুরে বাঁশি বাজে
রহিয়া রহিয়া তাঁবু-মাঝে, সুদূরে
—সে সুরে চাহে বোর্কা তুলিয়া শাহাজাদী।।

যৌবন-সুন্দর নোটন কবুতর
নাচিছে মরু-নটী
গাল যেন গোলাপ, কেশ যেন খেজুর-কাঁদি।।
চায় হেসে হেসে চায় মদির চাওয়ায়,
দেহের দোলায় রং ঝ'রে যায়, ঝরঝর
—ছন্দে দুলে ওঠে মরু মাঝে আঁধি।।

।।৭৬।।

নিশিরাতে রিম্‌ ঝিম্‌ ঝিম্‌ বাদল-নূপুর
বাজিল ঘুমের মাঝে সজল মধুর।।

দেয়া গরজে বিজলি চমকে
জাগাইল ঘুমন্ত প্রিয়তমকে
আধো-ঘুমঘোরে চিনিতে নারি ওরে
কে এল এক এল ব'লে ডাকিছে ময়ূর

দ্বার খুলি' পড়শী কৃষ্ণা মেয়ে আছে চেয়ে'
মেঘের পানে আছে চেয়ে'
কারে দেখি আমি কারে দেখি
মেঘলা আকাশ না ঐ মেঘলা মেয়ে
ধায় নদীজল মহাসাগর পানে
বাহিরে ঝড় কেন আমায় টানে
জমাট হয়ে আছে
বুকের কাছে
নিশির আকাশ যেন মেঘ-ভারাতুর।।

।।৭৭।।

ভোরের ঝিলের জলে
শালুক পদ্ম তোলে
কে ভ্রমর-কুন্তলা কিশোরী
ফুল দেখে বেভুল সিনান্‌ বিসরি'।।

একি নূতন লীলা আঁখিতে দেখি ভুল
কমল ফুল যেন তোলে কমল ফুল
ভাসায়ে আকাশ-গাঙে অরুণ-গাগরি।।
ঝিলের নিথর জলে আবেশে ঢল ঢল গলে
পড়ে শত সে তরঙ্গে,
শারদ আকাশে দলে দলে আসে
মেঘ-বলাকারা খেলিতে সঙ্গে।

আলোক-মঞ্জরী প্রভাত বেলা
বিকশি' জলে কি গো করিছে খেলা,
বুকের আঁচলে ফুল উঠিছে শিহরি'।।

॥ ৭৮ ॥

সন্ধ্যা নেমেছে আমার বিজন ঘরে,
তব গৃহে জ্বলে বাতি।
ফুরায় তোমার উৎসব নিশি সুখে,
পোহায় না মোর রাতি।
প্রিয়া পোহায় না মোর রাতি।।

আমার আশার ঝরাফুল দিয়া
তোমার বাসর-শয্যা রচিছ প্রিয়া
তোমার ভবনে আলোর দীপালী জ্বলে,–
আঁধার আমার সাথী।
প্রিয়া পোহায় না মোর রাতি।।
ঘুমায়ে পড়েছে আমার কাননে কুহু,
নীরব হয়েছে গান,
তোমার কুঞ্জে গানের পাখীরা বুঝি
তুলিয়াছে কলতান।

পৃথিবীর আলো মোর চোখে নিভে আসে,
বাজিছে বাঁশরি তোমার মিলন-রাসে,
ওপারের বাঁশি আমারে ডাকিবে কবে
আছি তাই কান পাতি'।
প্রিয়া পোহায় না মোর রাতি।।

॥ ৭৯ ॥

মঞ্জুভাষিণী

আজো ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে
কহে কোন্ কথা হৃদয় স্বপ্নে আনমনে।।

মৃদু মর্মরে পথের পল্লবের সাথে
গাহে কোন্ গীতি নিশীথে পানসে জ্যোৎস্নাতে
খোঁজে কার স্মৃতি নীরস শুভ্র চন্দনে।।

গ্রহ চন্দ্রে কয়, সে কি গো মৃত্যুদ্বার খুলে
হয়ে সৃষ্টিপার গিয়াছে অমৃতের কূলে,
কাঁদে কোন্ লোকে পরম সুন্দরের সনে।।

॥ ৮০ ॥

যখন আমার গান ফুরাবে তখন এসো ফিরে'।
ভাঙবে সভা, বসব একা রেবা-নদীর তীরে–
তখন এসো ফিরে।।

শীত-শেষে গগন-তলে
শ্রান্ত তনু পড়বে ঢলে'
ভালো যখন লাগবে না আর সুরের সারেঙ্গীরে
তখন এসো ফিরে'।।

মোর কণ্ঠের জয়ের মালা তোমার গলায় নিও
ক্লান্তি আমার ভুলিয়ে দিও, প্রিয় হে মোর প্রিয়!
ঘুমাই যদি কাছে থেকো
হাতখানি মোর হাতে রেখো
জেগে যখন খুঁজব তোমায় আকুল অশ্রু-নীরে–
তখন এসো ফিরে।।

॥ ৮১ ॥

ওগো সুন্দর তুমি আসিবে বলিয়া বনপথে পড়ে ঝরি'
রাঙা অশোকের মঞ্জরী।
হাসে বনদেবী বেণীতে জড়ায়ে মালতীর বল্লরী,
নব কিশলয় পরি'।।

কুমুদী কলিকা ঈষৎ হেলিয়া,
চাঁদেরে নেহারি হাসে মুচকিয়া,
মহুয়ার বনে ভ্রমর ভ্রমরী ফিরিতেছে গুঞ্জরি'।।

যাহা কিছু হেরি ভালো লাগে আজ লুকাইতে নারি হাসি,

কাজ করি আর শুনি যেন কানে মিঠে পাহাড়িয়া বাঁশি।

এক শাড়ি খুলে পরি আর শাড়ি,
বারে বারে মুখ মুকুরে নেহারি,
দুরু দুরু হিয়া ওঠে চমকিয়া, অকারণে লাজে মরি।।

।।৮২।।

ঝুম্ ঝুম্ ঝুমরা নাচ নেচে কে এল গো,
সই লো দেখে আয়!
বঁইচি বনে বিরহে বাউরী বাতাস বহে এলোমেলো গো।।

(সে) আড়বাঁশী বাজায়, আড় চোখে তাকায়,
তীর হানার ভঙ্গীতে ধনুক বাঁকায়,
কুম্‌কুম্ পাহাড়ে তাহারে দেখে চাঁদ আঁউরে গেল গো।।
ঝাঁকড়া চুলের পাশে টুলটুলে চোখ হাসে কতই ছলে,
মৌরলা মাছ যেন খেলে বেড়ায় গো কালো জলে।
মৌটুসকীর মৌ ফেলে ভোমরা রয় তাকিয়ে,
গুরুজনের মত বটের তরু দাঁড়িয়ে জট্ পাকিয়ে,
আমলকী গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখি
সে দেখতে কি তা পেল গো।।

।।৮৩।।

মনে পড়ে আজও সেই নারিকেল কুঞ্জ গুবাক্ তরুর ঘন-কেয়ারি
বালুচর, বেত বন, দেখা হ'ত দুইজন, মন হ'ত উন্মন দৌহারি।।

গাছ থেকে টুপ্‌টাপ্ ঝরিত কালো জাম,
জাম ফেলে চুপচাপ মেঘ পানে চাহিতাম,
গাব নিয়ে কাড়াকাড়ি, ভাব হ'ত, হ'ত আড়ি দু'জনে,
আমি ছিনু ধনিকের ছেলে গো
ছিলে ভুঁইমালিদের তুমি ঝিয়ারী।।

ভুঁইমালিদের ঘরে ভুঁইচম্পার কলি ডুমা-পরা উমা সম খেলিতে,
আমার দালান-ঘরে-দোতলায় কেন গো উতলা মনে ছায়া ফেলিতে।

সহসা হেরিনু তব বধূরূপ, ভাঙা চালা হাতে তব চালুনি,
পার্শ্বে দামাল ছেলে কাঁদিছে হেরিয়া পান্তাভাত আলুনি।
ঘোমটা টানিয়া দিলে আমারে হেরিয়া,
উদাস চোখে এলো কালো মেঘ ঘেরিয়া,
তা'রে চিনিতে কি পেরেছিলে প্রণাম যে করেছিল
কল্যাণী রূপ তব নেহারি'।।

।।৮৪।।

আমি পূরব দেশের পুরনারী
গাগরি ভরিয়া এনেছি গো অমৃত-বারি।।

পদ্মাকূলের আমি পদ্মিনী বধূ গো,
এনেছি শাপলা পদ্মের মধু গো,
ঘন বনছায়ার শ্যামলী মায়া
শান্তি আনিয়াছি ভরি' হেমঝারি।।

আমি শঙ্খনগর হতে আনিয়াছি শাঁখা, অভয়শঙ্খ,
ঝিল্ ছেনে এনেছি সুনীল কাজল গো
বিল্ ছেনে অনাবিল চন্দনপঙ্ক।
এনেছি শত ব্রত পার্বণ উৎসব
এনেছি সারস হংসের কলরব
এনেছি নব আশা উষার সিন্দূর
মেঘ-ডমরুর সাথে মেঘডুমুর শাড়ি।।

।।৮৫।।

তেমনি চাহিয়া আছে নিশীথের তারাগুলি,
লতা-নিকুঞ্জে কাঁদে আজও বন-বুল্‌বুলি।
ফিরে এস, ফিরে এস প্রিয়তম।।

ঘুমায়ে পড়েছে সবে, মোর ঘুম নাহি আসে,

তুমি যে ঘুমায়েছিলে সেদিনো আমার পাশে,
সাজানো সে গৃহ তব ঢেকেছে পথের ধূলি।
ফিরে এস, ফিরে এস প্রিয়তম।।

আমার চোখের জলে মুছে যায় পথ-রেখা,
রোহিণী গিয়াছে চলি', চাঁদ কাঁদে একা একা,
কোন্ দূর তারালোকে কেমনে রয়েছ ভুলি'।
ফিরে এস, ফিরে এস প্রিয়তম।।

।।৮৬।।

নন্দন বন হ'তে কে গো ডাক মোরে আধ-নিশীথে,
ক্ষণে ক্ষণে ঘুমহারা পাখী কেঁদে ওঠে করুণ গীতে।।
ভেঙে যায় ঘুম চেয়ে থাকি,
চাহে চাঁদ ছলছল আঁখি,
ঝরা চম্পার ফুল যেন কে
ফেলে চলে যায় চকিতে।।

সহিতে না তিলেক বিরহ ছিলে যবে জীবনের সাথী
বলে যাও আজ দূর অমরায় কেমনে কাটাও দিবারাতি।।

জীবনে ভুলিলে তুমি যারে
(তারে) ভুলে যাও মরণের ওপারে,
আঁধার ভুবনে মোরে একাকী
দাও ওগো দাও ঝুরিতে।।

।।৮৭।।

শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে নয়নে বারি ঝরে।
ভুলিও স্মৃতি মম নিশীথ স্বপ্ন সম,
আঁচলের গাঁথা মালা ফেলিও পথ 'পরে।।

ঝুরিবে পূবালী বায় গহন দূর বনে,
রহিবে চাহি' তুমি একেলা বাতায়নে।
বিরহী কুহু-কেকা গাহিবে নীপ-শাখে
যমুনা-নদী পারে শুনিবে কে যেন ডাকে।
বিজলী দীপ-শিখা খুঁজিবে তোমায় প্রিয়া
দু'হাতে ঢেকো আঁখি যদি গো জলে ভরে।।

।।৮৮।।

কাবেরী নদী-জলে কে গো বালিকা
আনমনে ভাসাও চম্পা শেফালিকা।।
প্রভাত-সিনানে আসি' আলসে
কঙ্কণ-তাল হানো কলসে,
খেলে সমীরণ লয়ে কবরীর মালিকা।।

দিগন্তে অনুরাগে নবারুণ জাগে
তব জল ঢলঢল করুণা মাগে।
ঝিলম রেবা নদী-তীরে
মেঘদূত বুঝি খুঁজি' ফিরে
তোমারেই তন্বী শ্যামা কর্ণাটিকা।।

।।৮৯।।

বসন্ত মুখর আজি
দক্ষিণ সমীরণে মর্মর গুঞ্জনে
বনে বনে বিহ্বল বাণী ওঠে বাজি'।।

অকারণ ভাষা তার ঝরঝর ঝরে
মুহু মুহু কুহু কুহু পিয়া পিয়া স্বরে।
পলাশ বকুলে অশোক শিমুলে
সাজানো তাহার কল-কথার সাজি।।

দোয়েল মধুপ বন-কপোত কূজনে
ঘুম ভেঙে দেয় ভোরে বাসর-শয়নে।
মৌনী আকাশ সেই বাণী-বিলাসে

অস্ত চাঁদের মুখে মৃদু মৃদু হাসে
বিরহ-শীর্ণা গিরি-ঝরণার তীরে
পাহাড়ী বেণু হাতে ফেরে সুর ভাজি' ।।

।।৯০।।

তুমি সুন্দর, তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ?
চাঁদেরে হেরিয়া কাঁদে চকোরিণী, বলে না ত কিছু চাঁদ।।

চেয়ে চেয়ে দেখি ফোটে যবে ফুল
ফুল বলে না ত সে আমার ভুল
মেঘ হেরি ঝুরে চাতকিনী, মেঘ করে না ত প্রতিবাদ।।

জানে সূর্যেরে পাবে না, তবুও অবুঝ সূর্যমুখী
চেয়ে চেয়ে দেখে তার দেবতাকে, দেখিয়াই সে যে সুখী।।

হেরিতে তোমার রূপ মনোহর
পেয়েছি এ আঁখি, ওগো সুন্দর!
মিটিতে দাও হে প্রিয়তম মোর নয়নের সেই সাধ।।

।।৯১।।

তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী,
শিশির-সজল ভোরের আকাশে ভাসে
তোমারি উদাস ছবি।।

বিষাদ গভীর কার কল্পনা
রূপ ধরে তুমি ফের আনমনা।
তোমারি মূরতি ধেয়ার স্বপনে
বিরহী সুরের কবি।।

তুমি ধরা দিতে যেন আস নাই ধরণীতে
একা একা খেলা খেল সারাবেলা
সাথীহীন তরণীতে।

আঘাত হানিয়া সে কোন নিঠুর
জাগাবে তোমাতে আশাবরী সুর
পাষাণ টুটিয়া গলিয়া পড়িবে অশ্রুর জাহ্নবী।।

।।৯২।।

কেন মেঘের ছায়া আজি চাঁদের চোখে
মোর বুকে মুখ রাখি ঝড়ের পাখির সম কাঁদে ও কে।।
গভীর নিশীথে কণ্ঠ জড়ায়ে
শ্রান্ত কেশভার গগনে এলায়ে
হারানো প্রিয়া মোর এল কি লুকায়ে
আমার একা-ঘরে ম্লান আলোকে।।

গঙ্গায় তারি চিতা নিভেছে কবে
মোর বুকে সেই চিতা জ্বলে আজো নীরবে।
স্মৃতির চিতা তার
নিভিবে না বুঝি আর
কোন সে জনমে কোন সে লোকে।।

।।৯৩।।

বন্ধু, আজো মনে রে পড়ে আম-কুড়ানো খেলা।
আম কুড়াইবার যাইতাম দুইজন নিশিভোরের বেলা।।

জ্যোষ্ঠিমাসের গুমোট্ রে বন্ধু আস্‌ত না ক নিদ
রাত্রে আস্‌ত না ক নিঁদ,
আম-তলার এক চোর আইস্যা কাট্‌ত প্রাণের সিঁদ;
(আর) নিদ্রা গেলে ফেল্‌ত সে চোর আঙিনাতে ঢেলা।।

আমরা দু'জন আম কুড়াইতাম, ডাকত কোকিল গাছে,
ভোলো যদি-বিহান বেলার সূর্যি সাক্ষী আছে।
(তুমি) পায়ের কাছে আম ফেইল্যা গায়ে দিতে ঠেলা।।

আমার বুকের আঁচল খাইকা কাইড়া নিতে আম,
বন্ধু, আজও পায় নাই দাসী সেই না আমের দাম।
(আজ) দাম চাইবার গিয়া দেখি তুমি দিছ মেলা।।

নিশি জাইগ্যা বইস্যা আছি, জ্যোষ্ঠি মাসের ঝড়ে
সেই না গাছের তলায় বন্ধু, এখনো আম পড়ে;
(আজ) তুমি কোথায় আমি কোথায়, দুইজনে একেলা।।

।।৯৪।।

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা, আমরা সেই সে জাতি।
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি
আমরা সেই সে জাতি।।

পাপবিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যারা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি' শীতল শান্তিধারা
উচ্চ-নীচের ভেদ ভাঙি' দিল সবারে বক্ষ পাতি'
আমরা সেই সে জাতি।।

কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি ক ইসলাম
সত্যে যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম।
আমির-ফকিরে ভেদ নাই সবে ভাই সব এক সাথী
আমরা সেই সে জাতি।।

নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নর-সম অধিকার,
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার,
আঁধার রাত্রির বোর্‌কা উতারি' এনেছি আশার ভাতি
আমরা সেই সে জাতি।।

।।৯৫।।

তুমি আমার সকাল বেলার সুর
হৃদয় অলস-উদাস-করা অশ্রুভারাতুর।

ভোরের তারার মত তোমার সজল চাওয়ায়
ভালোবাসার চেয়ে সে যে কান্না পাওয়ায়
রাত্রি-শেষের চাঁদ তুমি গো বিদায় বিধুর।।
তুমি আমার ভোরের ঝরাফুল
শিশির-নাওয়া শুভ্র শুচি পূজারিণীর তুল।
অরুণ তুমি তরুণ তুমি, করুণ তারও চেয়ে,
হাসির দেশে তুমি যেন বিষাদ-লোকের মেয়ে,
তুমি ইন্দ্র-সভায় মৌন বীণা, নীরব নূপুর।।

।।৯৬।।

তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি গো সকল ফুলের মুখে,
ফুল ঝরে যায় তব স্মৃতি জাগে কাঁটার মতন বুকে।।
তব প্রিয় নাম ধরে ডাকি
ফুল সাড়া দেয় মেলি আঁখি
তোমার নয়ন জাগিল না হায় ফুলের মতন সুখে।।

আকাশে বাতাসে তব নাম লয়ে ওঠে রোদনের বাণী
কানাকানি করে চাঁদ ও তারায় জানি গো তোমারে জানি।
খুঁজি বিজলী প্রদীপ জ্বেলে
কাঁদি ঝঞ্ঝার পাখা মেলে
অন্ধ গগনে আঁধার মেঘের ঢেউ ওঠে মোর দুখে।।

।।৯৭।।

মোর গানের কথা যেন আলোকলতা
যেন স্বর্ণলতা।
মূল নাই ফুল নাই
আছে শুধু বর্ণের বিহ্বলতা।।
আকাশ-বনস্পতি জড়ায়ে
ধরণীর বুকে পড়ে গড়ায়ে
কখন কি আবেশে কার কথা ভাবে সে
কে জানে কেন অযথা।।
রহে কারো বক্ষে, রহে কারো চক্ষে বিরহের অশ্রুজলে,
কণ্ঠলগ্না কারো রহে সে গীত-কলি মুঞ্জরে অধরতলে।
রাখী হয়ে কারও হাত বাঁধে সে
কাহারও চরণতলে কাঁদে সে
সুরে সুরে গুঞ্জিত ও যেন পুঞ্জিত
অকারন মৌন ব্যথা।।

।।৯৮।।

এই বিশ্বে আমার সবাই চেনা, কেউ অচেনা নাই।
যারে দেখি হয় মনে সেই বন্ধু প্রিয় ভাই
কেউ অচেনা নাই।।
কোন্‌ সে লোকে, নাই তা মনে
চেনা ছিল সবার সনে

দেখে এদের প্রাণ জুড়িয়ে যায় রে আমার তাই।
কেউ অচেনা নাই।।
চোখ যারে কয় "চিনতে নারি" প্রাণ কেন রে কাঁদে
(তারেই) জড়িয়ে ধরতে চায় এই বুক (যে) শত্রু হয়ে বাঁধে।
সব মানুষের প্রাণের কাছে
আমার চেনা লুকিয়ে আছে
(তাই) অচেনা কেউ চেনা হ'লে এত আনন্দ পাই।
কেউ অচেনা নাই।।

।।৯৯।।

কত দূরে তুমি, ওগো আঁধারের সাথী।
হাত ধর মোর নিভিয়া গিয়াছে বাতি।।

চলিতে চলিতে তোমার তীর্থপথে
হারায়ে গিয়াছি অন্ধকারের স্রোতে,
এসে তু'লে নও তোমার সোনার রথে
(লহ) প্রভাতের তীরে, শেষ হয় যেথা রাতি।।
যে ধ্রুবতারার পথ দেখাইয়া নীরবে চলেছ তুমি
সে পথ ভুলিয়া আসিলাম মায়াতৃষ্ণার মরুভূমি।
সাড়া নাহি পাই আজ আর ডেকে ডেকে
কাঁদিছ কি তুমি মোর সাথে নাহি দেখে?
হয়ত ফিরিবে অমৃতের তীর থেকে
সেই আশে আছি পথ পানে আঁখি পাতি'।।

।।১০০।।

অনেক ছিল বলার, যদি সেদিন ভালোবাসতে।
পথ ছিল গো চলার, যদি দু'দিন আগে আসতে।।

আজকে মহাসাগর-স্রোতে
চলেছি দূর পারের পথে
ঝরা পাতা হারায় যথা
সেই আঁধারে ভাসতে।।
গহন রাতি ডাকে আমায়
এসে তুমি আজকে
কাঁদিয়ে গেলে হায় গো আমার
বিদায়-বেলার সাঁঝকে।
আসতে যদি হে অতিথি
ছিল যখন শুক্লা তিথি
ফুটত চাঁপা, সেদিন যদি চৈতালী চাঁদ হাসতে।।

।।১০১।।

বন্ধু! দেখলে তোমায় বুকের মাঝে
জোয়ার ভাটা খেলে।
আমি একলা ঘাটে কুলবধূ, কেন তুমি এলে
বন্ধু, কেন তুমি এলে।।
আমার অঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে, বাজাও যখন বাঁশী;
খিড়কি-দুয়ার দিয়ে বন্ধু জল ভরিতে আসি,
ভেসে নয়ন-জলে ঘরে ফিরি
ঘাটে কলস ফেলে।।

আমার পাড়ায়, বন্ধু, তোমার নাম যদি লয় কেউ
বুকে আমার জেগে ওঠে পদ্মা নদীর ঢেউ।
ওগো ও চাঁদ, এনো না আর
দুকূল-ভাঙা এমন জোয়ার;
কত ছল ক'রে জল লুকাই চোখের
কাঁচা কাঠে আগুন জ্বেলে।।

।।১০২।।

বন-বিহঙ্গ! যাও রে উড়ে মেঘনা নদীর পারে।
দেখা হ'লে আমার কথা কইও গিয়া তারে।।
কোকিল ডাকে বকুল-ডালে
সে মালঞ্চে সাঁঝ-সকালে
আমার বন্ধু কাঁদে সেথায় গাঙেরই কিনারে।।
গিয়া তারে দিয়া আইস আমার শাপলা-মালা,
আমার জন্য লইয়া আইস তাহার বুকের জ্বালা।

সে যেন রে বিয়া ক'রে
সোনার কন্যা আনে ঘরে,
আমার পাটের জোড় পাঠাইয়া দিব সে কন্যারে।।

॥১০৩॥

এ-কূল ভাঙে ও-কূল গড়ে
এই ত নদীর খেলা
(রে ভাই) এই ত বিধির খেলা।
সকাল বেলা আমির রে ভাই
ফকীর সন্ধ্যাবেলা॥

সেই নদীর ধারে কোন্ ভরসায়
(ওরে বেভুল) বাঁধলি বাসা সুখের আশায়,
যখন ধরল ভাঙন পেলিনে তুই
পারে যাবার ভেলা॥

এই দেহ ভেঙে হয় রে মাটি, মাটিতে হয় দেহ,
যে কুমোর গড়ে সেই দেহ, তার খোঁজ নিল না কেহ্।
রাতে রাজা সাজে নাট-মহলে,
দিনে ভিক্ষা মেগে পথে চলে,
শেষে শ্মশান-ঘাটে গিয়ে দেখে
সবাই মাটির ঢেলা।
এই ত বিধির খেলা রে ভাই
ভব-নদীর খেলা॥

॥১০৪॥

উজান বাওয়ার গান গো এবার গাস্‌নে ভাটিয়ালি,
আর গাস্‌নে ভাটিয়ালি।
নতুন আশার চাঁদ উঠেছে কুম্‌ড়ো জালির ফালি
যেন কুম্‌ড়ো জালির ফালি॥

বান এসেছে, বাঁধ ভেঙেছে, নায়ে দোলা লাগে;
আড় বাঁশীতে তান ছেড়ে তুই দাঁড় বেয়ে চল্ আগে;
দেখ্ জোয়ার জলে ড়ু'বে গেছে চরের চোরাবালি॥

কালো বউ-এর চোখ যেন দেখ্ মৌরলা মাছ ভাসে,
গাঙচিল আর জল-পায়রা উড়ছে মুখের পাশে,
শোন্ বৌ কথা কও পাখী মোদের করছে দূতিয়ালী॥

জল নিয়ে বৌ দাঁড়িয়ে আছে, গাছে কচি ডাব,
লোকসানেরই হিসাব দেখিস্, লাভের কথা ভাব্।
সাজ্ রে তামুক, নামুক দেয়া, দুক্ষু ত ইজমালি॥

॥১০৫॥

যবে ভোরের কুন্দ-কলি মেলিবে আঁখি
ঘুম ভাঙায়ে হাতে বাঁধিও রাখী॥

রাতের বিরহ্ যবে
প্রভাতে নিবিড় হবে
অকরুণ কলরবে
গাহিবে পাখী
ঘুম ভাঙায়ে হাতে বাঁধিও রাখী॥

যেন অরুণ দেখিতে গিয়া তরুণ কিশোর
তোমারে প্রথম হেরি' ঘুম ভাঙে মোর।

কবরীর মঞ্জরী
আঙিনায় র'বে ঝরি',
সেই ফুল পায়ে দলি'
এসো একাকী।
ঘুম ভাঙাতে হাতে বাঁধিও রাখী॥

॥১০৬॥

মোর স্বপ্নে যেন বাজিয়েছিলে করুণ রাগিণী।
হে রূপকুমার! ঘুমিয়েছিলাম, সেদিন জাগিনি॥

যেন আধোঘুমের ঘোরে
দেখেছিলাম চুরি ক'রে—
চাইতে গিয়ে চোখের জলে চাইতে পারি নি॥
তন্দ্রা আমার টুটল তবু সরম ভ'রে
(হে) চির-চাওয়া! পারিনি'ক ডাক্‌তে আদরে।
চেয়ে' চেয়ে' আমার পানে
চলে গেলে অভিমানে,
(তোমার) পথের ধূলি হই নি কেন হতভাগিনী॥

॥ ১০৭ ॥

আমি সন্ধ্যামলতী বন-ছায়া অঞ্চলে
লুকাইয়া রই ঘন পল্লব-তলে॥

বিহগের গীতি ভ্রমরের গুঞ্জন
নীরব হয় যখন
আমি চাঁদেরে তখন পূজা করি আঁখি-জলে॥

আমি লুকাইয়া কাঁদি বনের শকুন্তলা,
মনের কথা এ জনমে হ'ল না বলা॥

গভীর নিশীথে বন-ঝিল্লির সুরে
ডাকি দূর বন্ধুরে,
আমি ঝ'রে পড়ি যবে প্রভাতে সবার হৃদয়-মুকুল খোলে॥

॥ ১০৮ ॥

শাওন আসিল ফিরে, সে ফিরে এল না।
বরষা ফুরায়ে গেল, আশা তবু গেল না॥
ধানি রং ঘাঘরী, মেঘ রং ওড়না
আমারে পরিতে মা গো অনুরোধ করো না,
কাজরীর কাজল মেঘ পথ পেল খুঁজিয়া,
সে কি ফেরার পথ পেল না মা, পেল না॥

আমার বিদেশীরে চিনিতে অনুখন
বুনো হাঁসের পাখার মত উড়ু উড়ু করে মন॥

অথৈ জলে মা গো মাঠ ঘাট থৈ থৈ,
আমার হিয়ার আগুন নিভিল কৈ,
কদম-কেশর বলে, কোথা তোর কিশোর,
চম্পা-ডালে দোলে শূন্য দোলনা॥

॥ ১০৯ ॥

বেদিয়া বেদিনী ছুটে আয় আয় আয় আয়।
ধাতিনা ধাতিনা তিনা ঢোলক মাদল বাজে
বাঁশীতে পরান মাতায়॥

দলে দলে নেচে নেচে আয় চ'লে
আকাশের সামীয়ানা তলে
বর্শা তীর ধনুক ফেলে আয় আয় রে
হাড়ের নূপুর প'রে পা'য়॥

বাঘ-ছাল প'রে আয় হৃদয়-বনের শিকারী
ঘাঘরা প'রে, প'রে পলার মালা
আয় বেদের নারী।
মহুয়ার মউ নিয়ে ধুতুরা ফুলের পিয়ালায়
আয় আয় আয়॥

॥ ১১০ ॥

মোর প্রিয়া হবে, এস রাণী, দেব খোঁপায় তারার ফুল।
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল॥
কণ্ঠে তোমার পরাব বালিকা
হংস-সারির দুলানো মালিকা,
বিজলী-জরীন্ ফিতায় বাঁধিব মেঘ-রং এলোচুল॥

জ্যোৎস্নার সাথে চন্দন দিয়ে মাখাব তোমার গা'য়,
রামধনু হ'তে লাল রং ছানি' আলতা পরাব পা'য়।
আমার গানের সাত সুর দিয়া
তোমার বাসর রচিব গো প্রিয়া,
তোমারে ঘিরিয়া গাহিবে আমার কবিতার বুলবুল॥

॥ ১১১ ॥

ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি।
ভোরের হাওয়ার কান্না পাওয়ায় তব ম্লান ছবি॥

যে বীণা তোমার পায়ের কাছে
বুক-ভরা সুর লয়ে জাগিয়া আছে,
তোমার পরশে ছড়াক হরষে
আকাশে বাতাসে তার সুরের সুরভি॥

তোমার যে প্রিয়া
গেল বিদায় নিয়া

অভিমানে রাতে
গোলাপ হয়ে কাঁদে তাহারি কামনা
উদাস প্রাতে।
ফিরে যে আসিবে না ভোল তাহারে,
চাহ তাহার পানে দাঁড়ায়ে যে দ্বারে,
অস্ত-চাঁদের বাসনা ভোলাতে অরুণ অনুরাগে
উদিল রবি।।

অভিশাপ দিও, বকুল-কুঞ্জে যদি কুহু গেয়ে ওঠে,
চরণে দলিও সেই যূঁই গাছে আর যদি ফুল ফোটে।
মোর স্মৃতি আছে যা কিছু যেথায়
যেন তাহা চির-তরে মুছে যায়,
(মোর) যে ছবি ভাঙিয়া ফেলেছ ধূলায়
আর তু'লে নাহি নিও।
(তা'রে) তু'লে নাহি নিও।।

।।১১২।।

নীলাম্বরী শাড়ি পরি' নীল যমুনায়
কে যায়, কে যায়, কে যায়।
যেন জলে চলে থল-কমলিনী
ভ্রমর নূপুর হয়ে বোলে পা'য় পা'য়।।

কলসে কঙ্কণে রিনিঠিনি ঝনকে
চমকায় উন্মন চম্পা বনকে
দলিত অঞ্জন নয়নে ঝলকে
পলকে খঞ্জন হরিণী লুকায়।।

অঙ্গের ছন্দে পালাশ মাধবী অশোক ফোটে,
নূপুর শুনি' বন-তুলসীর মঞ্জরী উলসিয়া ওঠে।
মেঘ-বিজড়িত রাঙা গোধূলি
নামিয়া এল বুঝি পথ ভুলি';
তাহারি অঙ্গ-তরঙ্গ-বিভঙ্গে
কূলে কূলে নদী-জল উথলায়।।

।।১১৩।।

আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়, চাঁদ নেহারিয়া প্রিয়
মোরে যদি মনে পড়ে, বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিও।।

সুরের ডুরিতে জপমালা সম
তব নাম গাঁথা ছিল প্রিয়তম,
দুয়ারে ভিখারী গাহিলে সে গান,
তুমি ফিরে না চাহিও।।

।।১১৪।।

আমায় নহে গো, ভালবাস শুধু ভালবাস মোর গান।
বনের পাখীরে কে চিনে রাখে গান হ'ল অবসান।।

চাঁদেরে কে চায়, জোছনা সবাই যাচে,
গীত-শেষে বীণা প'ড়ে থাকে ধূলি-মাঝে,
তুমি বুঝিবে না, আলো দিতে কত পুড়ে প্রদীপের প্রাণ।।

যে কাঁটা-লতার আঁখি-জল, হায়, ফুল হয়ে ওঠে ফুটে',
ফুল নিয়ে তার—দিয়েছ কি কিছু শূন্য পত্রপুটে!

সবাই তৃষ্ণা মিটায় নদীর জলে,
কি তৃষা জাগে সে নদীর হিয়া-তলে
বেদনার মহাসাগরের কাছে ক'রো তার সন্ধান।।

।।১১৫।।

(দোলন-চম্পা)

দোলন-চাঁপা বনে দোলে, দোল্-পূর্ণিমা রাতে
চাঁদের সাথে।
(শ্যাম) পল্লব-কোলে যেন দোলে রাধা
লতার দোলনাতে।।

(যেন) দেব-কুমারীর শুভ্র হাসি
ফুল হয়ে দোলে ধরায় আসি',
আরতির মৃদু জ্যোতিঃ প্রদীপ-কলি—
দোলে যেন দেউল-আঙিনাতে।।

বন-দেবীর ও কি রূপালী ঝুমকা চৈতী সমীরণে দোলে।
রাতের সলাজ আঁখি-তারা যেন তিমির আঁচলে।

ও যেন মুঠি-ভরা চন্দন-গন্ধ
দোলে রে গোপিনীর গোপন আনন্দ,
ও কি রে চুরি-করা শ্যামের নূপুর
চন্দ্রা-যামিনীর মোহন হাতে।।

।। ১১৬ ।।

যুঁই-কুঞ্জে বন-ভোমরা কেন গুঞ্জে গুনগুন্।
প্রেম-ঝর্ণার মধু-মঞ্জীর বাজে বক্ষে রুণুঝুন।।
মন-গোলাপের পাঁপড়ি কাঁপে কেন গো
স্বপন দেখে পালিয়ে যাওয়া বুলবুলি যেন গো,
চুড়ি কঙ্কণে কোন্ আনমনা সাকী পেয়ালা বাজায়
রিণিঠিনি ঠুনঠুন।।
ছলছল চোখে চাঁদ আসমানে জলসার
সঙ্গিনী তারাদের ভুলে ধরার কুমুদীর পানে কেন চায়
হৃদয়ের এই নির্দয় খেলা দেখে
হাস্নুহানা হেসে খুন।

।। ১১৭ ।।

মোমতাজ! মোমতাজ! তোমার তাজমহল
(যেন) বৃন্দাবনের একমুঠো প্রেম, ফিরদৌসের একমুঠো প্রেম
আজো করে ঝলমল।।

কত সম্রাট হ'ল ধূলি স্মৃতির গোরস্থানে,
পৃথিবী ভুলিতে নারে প্রেমিক শাজাহানে
শ্বেত মর্মরে সেই বিরহীর ক্রন্দন-মর্মর
গুঞ্জরে অবিরল।
কেমনে জানিল শাজাহান, প্রেম পৃথিবীতে ম'রে যায়!
(তাই) পাষাণ প্রেমের স্মৃতি রেখে গেল পাষাণে লিখিয়া, হায়!
(যেন) তাজের পাষাণ অঞ্জলি লয়ে নিঠুর বিধাতা পানে
অতৃপ্ত প্রেম বিরহী-আত্মা আজো অভিযোগ হানে,
(বুঝি) সেই লাজে বালুকায় মুখ লুকাইতে চায়
ক্ষীণা যমুনা-জল।।

।। ১১৮ ।।

আমি জানি তব মন, আমি বুঝি তব ভাষা।
তব কঠিন হিয়ার তলে জাগে
কি গভীর ভালোবাসা।।
ওগো উদাসীন! আমি জানি তব ব্যথা,
আহত পাখীর বুকে বাণ বিঁধে কোথা,
কোন্ অভিমানে ভুলিয়াছ তুমি
ভালোবাসিবার আশা।।

তুমি কেন হানো অবহেলা অকারণে আপনাকে!
বঁধু, যে হৃদয়ে বিষ থাকে, সেই হৃদয়ে অমৃত থাকে।
তব যে বুকে জাগে প্রলয়-ঝড়ের জ্বালা!
আমি দেখেছি যে সেথা সজল মেঘের মালা,
ওগো ক্ষুধাতুর, আমারে আহুতি দিলে
মিটিবে কি তব পরানের পিপাসা।।

।। ১১৯ ।।

স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর! তুমি আমি দু'জন
প্রিয়, তুমি আমি দু'জন।
বাহিরে বকুল-বনে কুহু পাপিয়ায় করে কূজন।।

আবেশে ঢুলে ফুল-শয্যায় শুই,
মুখ টিপে হাসে মল্লিকা যুঁই,
কানে কানে বলে, "চিনেছি ঐ উতল সমীরণ।।"

পূর্ণিমা চাঁদ কয়, গান আর সুর চঞ্চল, ওরা দু'জন!
প্রেম জ্যোতিঃ আনন্দ অবিরল ছল ছল, ওরা দু'জন!

মৌমাছি কয়, গুন গুন গান গাই
মুখোমুখি দু'জনে সেইখানে যাই,
শারদীয়া শেফালি পায়ে প'ড়ে কয়—
"ব্রজের মধুবন এই ত ব্রজের মধুবন।"

।। ১২০ ।।

ছড়ায়ে বৃষ্টির বেল ফুল
দুলায়ে মেঘলা চাঁচর চুল

চপল চোখে কাজল মেখে আসিলে কে।।
বাজায়ে কে মেঘের মাদল
ভাঙালে ঘুম ছিটিয়ে জল,
একা-ঘরে বিজলিতে এমন হাসি হাসিলে কে।।

এলে কি দুরন্ত মোর ঝোড়ো হাওয়া,
চির-নিঠুর প্রিয় মধুর পথ চাওয়া।
হৃদয়ে মোর দোলা লাগে,
ক্রন্দনেরই আবেশ জাগে,
ফেলে-যাওয়া বাসি মালায় আবার ভালোবাসিলে কে।।

।।১২১।।

রাঙা মাটির পথে লো মাদল বাজে
বাজে বাঁশের বাঁশী।
বাঁশী বাজে বুকের মাঝে লো,
মন লাগে না কাজে লো,
রইতে নারি ঘরে ওলো প্রাণ হ'ল উদাসী লো।।

মাদলিয়ার তালে তালে অঙ্গ ওঠে দুলে',
দোল্ লাগে শাল-পিয়াল বনে নোটন খোঁপার ফুলে।
মহুয়া বনে লুটিয়ে পড়ে মাতাল চাঁদের হাসি লো।।
চোখে ভালো লাগে যাকে
তারে দেখব পথের বাঁকে,
তার চাঁচর কেশে পরিয়ে দেব ঝুমকো জবার ফুল,
তার গলার মালার কুসুম কেড়ে করব কানের দুল।
তারে নাচের তালে ইশারাতে বল্‌ব, ভালোবাসি লো।।

।।১২২।।

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঘন দেয়া বরষে
কাজরী নাচিয়া চল পুরনারী হরষে।
কদম তমাল ডালে দোলনা দোলে।
—কুহু পাপিয়া' ময়ুর বোলে
মনের বনের মুকুল খোলে
নটশ্যাম সুন্দর মেঘ পরশে।।

হৃদয়-যমুনা আজ কুল জানে না গো
মনের রাধা আজ বাধা মানে না গো।

ডাকিছে ঘর-ছাড়া ঝড়ের বাঁশী,
অশনি আঘাত হানে দুয়ারে আসি',
গরজাক গুরুজন ভবনবাসী
আমরা বাহিরে যাব ঘনশ্যামে দরশে।।

।।১২৩।।

ওগো প্রিয়, তব গান!
আকাশ-গাঙের জোয়ারে
উজান বহিয়া যায়।
মোর কথাগুলি বুকের মাঝারে
পথ খুঁজে' নাহি পায়।।
ওগো দখিনা পবন, ফুলের সুরভি বহ
ওরি সাথে মোর না-বলা বাণী লহ,
ওগো মেঘ, তুমি মোর হয়ে গিয়ে কহ,
বন্দিনী গিরি ঝর্ণা পাষাণ-তলে
যে কথা কহিতে চায়।।

ওরে ও সুরমা, পদ্মা, কর্ণফুলি, তোদের ভাটির স্রোতে
নিয়ে যা আমার না-বলা বাণীগুলি ধুয়ে মোর বুক হ'তে।

(ওরে) 'চোখ্ গেল' 'বৌ কথা কও' পাখী,
তোদের কণ্ঠে মোর সুর যাই রাখি' কিঃ
(ওরে) মাঠের মুরলী কহিও তাহারে ডাকি',
আমার এ কলির না-ফোটা বুলি
ঝ'রে গেল নিরাশায়।।

।।১২৪।।

কেমনে হইব পার
হে প্রিয়, তোমার আমার মাঝে এ
বিরহের পারাবার।।
নিশীথের চখা-চখীর মতন
দুই কূলে থাকি' কাঁদি দুইজন,

আসিল না দিন মোদের জীবনে
অন্তহীন আঁধার।
কেমনে হইব পার।।

সেধেছিনু বুঝি বাদ
কাহার মিলনে সে কোন্ জনমে,
তাই মিটিল না সাধ!

স্মৃতি তব ঝরা পালকের প্রায়
লুটায় মনের বালুচরে, হায়!
সে কোন প্রভাতে কোন্ নবলোকে
মিলিব মোরা আবার।।

।।১২৫।।

সাপুড়িয়া রে! বাজাও কোথায়
সাপ খেলানোর বাঁশী!
কালিদহে ঘোর উঠিল তরঙ্গ
কাল নাগিনী নাচে বাহিরে আসি'।।
ফণি-মনসার কাঁটা-কুঞ্জতলে
গোখরো কেউটে এল দলে দলে,
সুর শুনে' ছুটে' এল পাতাল-তলের
বিষধর বিষধরী রাশি রাশি।।

শন্ শন্ শন্ শন্ পুব হাওয়াতে
তোমার বাঁশী বাজে বাদ্‌লা রাতে,
মেঘের ডমরু বাজাও গুরু গুরু বাঁশীর সাথে।
অঙ্গ জরজর বিষে,
বাঁচাও বিষহরি এসে',
একি বাঁশী বাজালো কালা
সর্বনাশী।।

।।১২৬।।

নদীর স্রোতে মালার কুসুম ভাসিয়ে দিলাম, প্রিয়!
আমায় তুমি নিলে না, মোর ফুলের পূজা নিও।।
পথ-চাওয়া মোর দিনগুলিরে
রেখে গেলাম নদীর তীরে,
আবার যদি আস ফিরে—
তুলে গলায় দিও।।

নিভে এল পরান-প্রদীপ পাষাণ-বেদীর তলে,
জ্বালিয়ে তা'রে রাখবে কত শুধু চোখের জলে।
তারা হয়ে দূর আকাশে
রইব জেগে' তোমার আশে,
চাঁদের পানে চেয়ে' চেয়ে'
আমারে স্মরিও।।

।।১২৭।।

শোক দিয়েছ তুমি হে নাথ,
তুমি এ প্রানে শান্তি দাও!
দুখ দিয়ে কাঁদালে যদি
তুমি হে নাথ সে দুখ ভোলাও!
যে হাত দিয়ে হান্‌লে আঘাত
তুমি অশ্রু মোছাও সেই হাতে নাথ,
বুকের মাণিক হরলে যার—
তারে তোমার শীতল বক্ষে নাও।।

তোমার যে চরণ কমল ফোটায়
সেই চরণ প্রলয় ঘটায়।
শূন্য করলে তুমি যে বুক
সেথা তুমি এসে বুক জুড়াও।।

।।১২৮।।

হে অশান্তি মোর এস এস!
(তব) প্রবল প্রেমের লাগি' ভবন হতে,
বৈরাগিনী বেশে এসেছি বাহির পথে।।
কুণ্ঠা ভুলায়ে দাও, খোলো গুণ্ঠন,
দস্যু-সম মোরে করো লুণ্ঠন,
তৃণ-সম মোরে ভাসাইয়া লয়ে যাও
কূল-ভাঙা বিপুল বন্যা-স্রোতে।।

নদীরে যেমন ক'রে টানে পারাবার,
তেমনি মরণ-টানে আমারে টানো, হে বন্ধু আমার!
প্রলয়-মেঘের বুকে বিজলি-সম
তোমারে জড়ায়ে র'ব, হে প্রিয়তম!
হবে শুভদৃষ্টি তোমায় আমায়
মরণ-হানা অশনির আলোতে।।

।। ১২৯ ।।

গান ভুলে যাই, মুখ পানে চাই, সুন্দর হে
(সুন্দর মোর!)
তব নয়ন পানে চাহি' কণ্ঠের সুর কাঁপে থরথর হে
(সুন্দর মোর!)
তোমার অনুরাগে, ওগো বুলবুল!
মোর গানের লতায় ফোটে কথার ফুল,
অশ্রু হয়ে সেই ফুল তব পায়ে ঝরিতে চায় ঝরঝর হে
(সুন্দর মোর!)

এ নহে গান প্রিয়, কান্না এ যে তব বিরহে,
অন্তর-শিলাতলে রোদনের সুরধুনী সুর হয়ে বহে।
প্রিয়, এ নহে গানের ছন্দ,
এ যে আনন্দে বিষাদে মনের দ্বন্দ্ব,
(এ যে) রাগিনীর তলে তব অনুরাগিনীর
মর্মের ক্রন্দন বিলাপ-মর্মর হে
(সুন্দর মোর!)

।। ১৩০ ।।

মেঘলা নিশি-ভোরে
মন যে কেমন করে,
তারি তরে গো, মেঘবরণ যার কেশ।
বুঝি তাহারি লাগি'
হয়েছে বৈরাগী
গেরুয়া-রাঙা গিরিমাটির দেশ।।

মৌরী ফুলের ক্ষেতে,
মৌমাছি ওঠে মেতে',
এলিয়েছিল কেশ কি গো তার এই পথে সে যেতে।
তার ডাগর চোখের ঝিলিক লেগে রাত হয়েছে শেষ (গো)।।

ঝিরিক পাতার ঝিরি ঝিরি, বাজে নূপুর তারি,
সোনার ডালে দোলে তাহার কামরাঙা-রং শাড়ি।
হয়েছে মন ভিখারী—
বন্ শিকারী আমি
উঠি পাহাড়-চূড়ায়—
ঝর্ণা-জলে নামি,
কালো পাথর দেখে জাগে কার চোখের আবেশ (গো)।।

।। ১৩১ ।।

"চোখ্ গেল" "চোখ্ গেল" কেন ডাকিস্ রে—
'চোখ গেল' পাখী রে!
তোর চোখে কাহার চোখ পড়েছে নাকি রে—
'চোখ গেল' পাখী রে!
তোর চোখের বালির জ্বালা জানে সবাই রে—
জানে সবাই
চোখে যার চোখ পড়ে তার ওষুধ নাই রে—
তার ওষুধ নাই;
কেঁদে' কেঁদে' অন্ধ হয় কাহার আঁখি রে—
'চোখ গেল' পাখী রে।।
তোর চোখের জ্বালা বুঝি নিশিরাতে বুকে লাগে
'চোখ গেল' ভুলে সে "পিউ কাঁহা" "পিউ কাঁহা" বলে তাই
ডাকিস্ অনুরাগে রে।।

ওরে বন্ পাপিয়া, কাহার গোপন প্রিয়া
ছিলি আর-জনমে,
আজো ভুলতে নারি আজো ঝুরে হিয়া।
ওরে পাপিয়া বল্, যে হারায় তাহারে কি পাওয়া যায় ডাকি রে—
'চোখ গেল' পাখী রে।
'চোখ গেল' পাখী।।

।।১৩২।।

পদ্মার ঢেউ রে—
ও মোর শূন্য হৃদয়–পদ্মা নিয়ে যা' রে
এ পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা
আমি হারায়েছি তা'রে।।

মোর পরান–বঁধু নাই
পদ্মে তাই মধু নাই—নাই রে—
বাতাস কাঁদে বাইরে—
সে সুগন্ধ নাই রে—
মোর রূপের সরসীতে আনন্দ–মৌমাছি নাহি ঝঙ্কারে।

ও পদ্মারে, ঢেউএ তোর ঢেউ ওঠায় যেমন চাঁদের আলো
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি ঝিলমিল্ করে কৃষ্ণ কালো।
সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশী বাজায়
যদি দেখিস্ তারে—দিস্ সে পদ্ম তার পায়
বলিস্ কেন বুকে আশার দেয়ালী জ্বালিয়ে
নেমে গেল চির–অন্ধকারে।।

।।১৩৩।।

কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও, মালা গাঁথ অকারণে।
আমি চেয়েছিনু একটি কুসুম, সেই কথা পড়ে মনে।।

তব ফুল–বনে কত ছায়া দোলে
জুড়াইতে চেয়েছিনু তারি তলে,
চাহিলে না ফিরে, চলে গেলে ধীরে
ছায়া–ঢাকা অঙ্গনে।
সেই কথা পড়ে মনে।।

অঞ্জলি পাতি' চেয়েছিনু, তব ভরা ঘটে ছিল বারি,
শুষ্ক কণ্ঠে ফিরিয়া আসিনু পিপাসিত পথচারী।
বহু যুগ পরে দাঁড়াইনু এসে
তোমার দুয়ারে উদাসীন বেশে,
শুকানো মালিকা কেন দিলে তুমি
তব ভিক্ষার সনে?
ভাবি বসি' আনমনে।।

।।১৩৪।।

আমি নহি বিদেশিনী
(ঐ) ঝিলের ঝিনুক, বিলের শালুক ছিল মোর সঙ্গিনী।।

ঐ বাঁধা–ঘাট, ঐ বালুচর
মাটির প্রদীপ, ঐ মেটে ঘর
চেনে মোরে ঐ তুলসীতলার নববধূ ননদিনী।।

'বৌ কথা কও' পাখী—
বাদলা নিশীথে মনের নিভৃতে আজও যায় মোরে ডাকি'।
এত কালো চোখ এলোকেশ–ভার
এত শ্যাম মেঘ আছে কোথা আর,
(ঐ) পদ্ম–পুকুরে মোরে স্মরি' ঝুরে সখি মোর কমলিনী।।

।।১৩৫।।

মেঘ–মেদুর বরষায় কোথা তুমি!
ফুল ছড়ায়ে কাঁদে বনভূমি।।
ঝরে বারি–ধারা,
ফিরে এস পথ–হারা,
কাঁদে নদী তট চুমি'।।

।।১৩৬।।

নিরজন ফুলবনে এস পিয়া
রহি' রহি' বোলে কোয়েলিয়া।
পথ পানে চাহি,
নাহি নিদ নাহি,
ঝরা ফুল জড়ায়ে ঝুরে হিয়া।।

।।১৩৭।।

সেই মিঠে সুরে মাঠের বাঁশরী বাজে।
নিঝুম নিশীথে ব্যথিত বুকের মাঝে।।

মনে প'ড়ে যায় সহসা কখন্
জল–ভরা দু'টি ডাগর নয়ন

পিঠ-ভরা সেই চাঁপা ফুল
ফে'লে ছুটে যাওয়া লাজে।।

হারানো সে দিন পাব না গো আর ফিরে',
দেখিতে পাব না আর সেই কিশোরীরে।

তবু মাঝে মাঝে আশা জাগে কেন
আমি ভুলিয়াছি ভোলেনি সে যেন,
গোমতীর তীরে পাতার কুটীরে
আজও পথ চাহে সাঁঝে।
(সে) আজও পথ চাহে সাঁঝে।।

।। ১৩৮ ।।

(তুমি) শুনিতে চেয়ো না আমার মনের কথা।
দখিনা বাতাস ইঙ্গিতে বোঝে
কহে যাহা বন-লতা।।
চুপ ক'রে চাঁদ সুদূর গগনে
মহা-সাগরের ক্রন্দন শোনে,
ভ্রমর কাঁদিয়া ভাঙিতে পারে না
কুসুমের নীরবতা।।
মনের কথা কি মুখে সব বলা যায়?
রাতের আঁধারে যত তারা ফোটে
আঁখি কি দেখিতে পায়?

পাখায় পাখায় বাঁধা যবে রয়
বিহগ-মিথুন কথা নাহি কয়,
মধুকর যবে ফুলে মধু পায়
রহে না চঞ্চলতা।।

।। ১৩৯ ।।

গাঙে জোয়ার এল ফিরে, তুমি এলে কই।
খিড়কি দুয়ার খুলে পথ-পানে চেয়ে' রই।।

কালো জামের ডালের ফাঁকে
আমায় দেখে কোকিল ডাকে,
আজও কেন যায় না দেখা তোমার নায়ের ছই।।

চুল বেঁধে আর সে'জে গু'জে পিদিম জ্বালাই সাঁঝে,
ঠাকুরঝিরা মুচকি হাসে, আমি মরি লাজে।

বাদ্‌লা রাতে বৃষ্টি ঝরে,
মন যে আমার কেমন করে,
আমার চোখের জলে বন্ধু মাঠ করে থই-থই।।

।। ১৪০ ।।

রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ ঝুম্
খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায়।
ওড়না তাহার ঘূর্ণী হাওয়ায় দোলে
কুসুম ছড়ায় পথের বালুকায়।।
তার ভুরুর ধনুক বেঁকে ওঠে তনুর তলোয়ার,
সে যেতে যেতে ছড়ায় পথে পাথর-কুচির হার।
তার ডালিম-ফুলের ডালি
গোলাপ-গালের লালি
(যেন) ঈদের চাঁদ-ও চায়।।

আরবী ঘোড়ার সওয়ার বাদ্‌শাজাদা বুঝি
সাহারাতে ফেরে কোন্ মরীচিকায় খুঁজি'।
কত তরুণ মুসাফির পথ হারালো, হায়!
কত বনের হরিণ মরে তারি রূপ-তৃষায়।।

।। ১৪১ ।।

নিশি পবন! নিশি পবন! ফুলের দেশে যাও!
ফুলের বনে ঘুমায় কন্যা, তাহারে জাগাও।।

মউ টুসটুসে মুখখানি তার ঢেউ-খেলানো চুল
ভোম্‌রার ঝাঁক ঘেরা যেন ভোরের পদ্ম ফুল!
হাসিতে যার মাঠের সরল বাঁশীর আভাস পাও।।

চাঁপা ফুলের পুতুলি-ঘেরা চাঁপা রঙের শাড়ি,
তা'রেই দেখতে আকাশ গাঙে চাঁদ দেয় রে পাড়ি।

(তার)   একটুখানি চোখের আদর বাদল-মেঘে পাও।।

ধীরে ধীরে জাগাইও তায়
ঝরা কুসুম ফেলিয়া গায়
জাগলে কন্যা যেন রে মোর পত্রখানি দাও।।

।। ১৪২ ।।

কোন্ সে সুদূর অশোক-কাননে বন্দিনী তুমি সীতা।
আর কতকাল জ্বলিবে আমার বুকে বিরহের চিতা।
সীতা—সীতা।।
বিরহে তোমার অরণ্যচারী
কাঁদে রঘুবীর বল্কলধারী,
ঝরা চামেলীর অশ্রু ঝরায়ে ঝুরিছে বন-দুহিতা।
সীতা—সীতা।।

তোমার আমার এই অনন্ত অসীম বিরহ নিয়া
কত আদি কবি কত রামায়ণ রচিবে কে জানে প্রিয়া!
বেদনার সুর-সাগর তীরে
দয়িতা আমার এস এস ফিরে,
আবার আঁধার হৃদি-অযোধ্যা হইবে দীপান্বিতা।।
সীতা—সীতা।।

।। ১৪৩ ।।

তব   চলার পথে আমার গানের ফুল ছড়িয়ে যাই গো
ফুল ছড়িয়ে যাই!
তা'রা ধূলায় পড়ে কাঁদে বলে "তোমার পরশ হ'তে চাই গো
আল্‌তা হ'তে চাই।"

ওরা   রাঙা হয়ে অনুরাগের রসে
তোমার চরণ-তলে পড়ে খ'সে,
ওদের দ'লে যেও না যদি হয় বক্ষে তোমার ঠাঁই গো।।

ওরা বুক পেতে দেয় পায়ের কাছে, অশ্রু-টলমল
বলে, "ধূলির পথে চলো না গো, ফুলের পথের চল।"

(তুমি)   চরণ ফেল কেন ভয়ে ভয়ে,
বিরহ মোর ফুটেছে ফুল হয়ে,
কাঁটা আছে আমার বুকে, ফুলে কাঁটা নাই গো।।

।। ১৪৪ ।।

শুকনো পাতার নূপুর বাজে দখিন বায়ে।
কে এলে গো কে এলে গো চপল পায়ে।।

ছায়া-ঢাকা আমের ডালে চপল আঁখি
উঠল ডাকি' বনের পাখী উঠল ডাকি'
নতুন চাঁদের জ্যোৎস্না মাখি'
সোনাল শাখায় দোল দুলায়ে।।

সুনীল তোমার ডাগর চোখের দৃষ্টি দিয়ে
সাগর দোলে আকাশ ওঠে ঝিলমিলিয়ে।।

পিয়াল বনে উঠল বাজি' তোমার বেণু,
ছড়ায় পথে কৃষ্ণচূড়া পরাগ-রেণু,
ময়ূর-পাখা বুলিয়ে চোখে
কে গো দিল ঘুম ভাঙায়ে।।

।। ১৪৫ ।।

জানি, জানি প্রিয়, এ জীবনে মিটিবে না সাধ।
আমি জলের কুমুদিনী ঝরিব জলে
তুমি দূর গগনে থাকি' কাঁদিবে চাঁদ।।

আমাদের মাঝে বঁধু বিরহ-বাতাস
চিরদিন ফেলে যাবে দীরঘ শ্বাস,
কভু পায় না বুকে, তবু মুখে মুখে
চাঁদ কুমুদীর নামে রটে অপবাদ।।

তুমি কত দূরে বঁধু, তবু বুকে এত মধু কেন উথলায়,
হাতের কাছে রহ রাতের চাঁদ মোর, ধরা নাহি যায়
তবু ছোঁওয়া নাহি যায়।।
মরুতৃষা ল'য়ে কাঁদে শূন্য হিয়া,

তবু সকলে বলে, আমি তোমারি প্রিয়া।
সেই কলঙ্ক-গৌরব সৌরভ দিল বুকে,
মধুর হ'ল মোর বিরহ-বিষাদ।।

॥ ১৪৬ ॥

বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ
এক জনমের নহে।
তাই যত কাছে পাই তত এ হিয়ায়
কি যেন অভাব রহে।।

বারে বারে মোরা কত সে ভুবনে আসি
দেখিয়া নিমেষে দুইজনে ভালোবাসি,
দলিয়া সহসা মিলনের সেই মালা
(কেন) চলিয়া গিয়াছি দোঁহে

আমরা বুঝি গো বাঁধিব না ঘর, অভিশাপ বিধাতার।
শুধু চেয়ে' থাকি, কেঁদে' কেঁদে' ডাকি, চাঁদ আর পারাবার।

মোদের জীবন-মঞ্জরী দু'টি, হায়!
শতবার ফোটে, শতবার ঝ'রে যায়;
(বঁধু) আমি কাঁদি ব্রজে, তুমি কাঁদ মথুরায়,
(মোঝে) অপার যমুনা বহে।।

॥ ১৪৭ ॥

আনার কলি, আনার কলি, আনার কলি!
স্বপ্ন দেখে' কোন্ ডালিম-কুমারে
এসেছিলে রেবা ঝিলমের পারে
দিতে তব রাঙা হৃদয়ের অঞ্জলি।।
মরুর মণিকা বাদ্‌শাহী নওরোজে
এসেছিলে কোন্ হারানো হিয়ার খোঁজে;
তব রূপ হেরি' হেরেমের দীপ-মালা
পতঙ্গ-সম পাপড়ির পাখা মেলি'
আনার কলি গো—
সেলিমের অনুরাগ-মোমের প্রদীপে পড়িলে ঢলি' গো।।

মোগলের মসনদ্ মিলায়েছে মাটিতে,
তুমি আজো দুলিতেছ ফুলের হাসিতে
বিরহীর বাঁশীতে;
তব জীবন্ত সমাধির বিগলিত পাষাণে
আজিও প্রেম-যমুনার ঢেউ ওঠে উতলি'।
আনার কলি, আনার কলি।।

॥ ১৪৮ ॥

চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা, চাঁদের চেয়েও জ্যোতিঃ।
তুমি দেখাইলে, মহিমান্বিতা, নারী কি শক্তিমতী।।

শিখালে কাঁকন চুড়ি পরিয়াও নারী
ধরিতে পারে যে উদ্ধত তরবারি—
যদি না রহিত অবরোধের দুর্গে, হতো না এ-দুর্গতি।।

তুমি দেখালে নারীর শক্তি-স্বরূপ চিন্ময়ী কল্যাণী
ভারত-জয়ীর দর্প নাশিয়া, মুছালে নারীর গ্লানি।

তাই গোলকুণ্ডার কোহিনূর হীরা-সম
আজো ইতিহাসে জ্বলিতেছ নিরুপম।
রণরঙ্গিনী ফিরে এসো—
তুমি ফিরিয়া আসিলে, ফিরিয়া আসিবে লক্ষ্মী ও সরস্বতী।

॥ ১৪৯ ॥

এল ঐ পূর্ণিমা চাঁদ ফুল-জাগানো।
বহে বায় বকুল-বনের ঘুম-ভাঙানো।।

লাগিল জাফ্‌রানী-রঙ শিউলি-ফুলে,
ফুটিল প্রেমের কুঁড়ি পাপড়ি খু'লে,
খুশীর আজ আমেজ লাগে মন-রাঙানো।।

চাঁদিনী ঝিল্‌মিলায় নীল ঝিলের জলে,
আবেশে শাপ্‌লা ফুলের মৃণাল টলে,
জাগে ঢেউ দীঘির বুকে দোল-লাগানো।।

এস আজ	স্বপন-কুমার	নিরিবিলি
খুলিয়া	গোপন প্রাণের	ঝিলিমিলি,
এস মোর	হতাশ প্রাণের	ভুল-ভাঙানো।।

।।৮৫০।।

পঞ্চ প্রাণের প্রদীপ-শিখায়
লহ আমার শেষ আরতি!
ওগো আমার পরম-গতি
ওগো আমার পরম পতি।।

বহু সে কাল বাহির-দ্বারে
দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে,
এবার দেহের দেউল ভেঙে
দেখ্‌ব, নিঠুর, তোমার জ্যোতি।।

আমি তোমায় চেয়েছিলাম,
শুধু এই সে অপরাধে
ধ্যান ভেঙেছ আমার, ফেলে'
নিত্য নূতন মায়ার ফাঁদে।
আজ মায়ার ঘরে আগুন জ্বেলে'
পালিয়ে গেলাম পাখা মেলে',
জীবন যাহার মিথ্যা স্বপন
মরণে তার নাই ক ক্ষতি।।

কেটে দিলাম নিঠুর হাতে
যে বাঁধনে বেঁধে ছিলে,
রইল না আর আমার ব'লে
কোনো স্মৃতি এ-নিখিলে।।

আবার যদি তোমার মায়ায়
রূপ নিতে হয় নূতন কায়ায়,
তোমার প্রকাশ রুদ্ধ যেথায়
সেথায় যেন না হয় গতি।।

[সমাপ্ত]